সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ২১-২২
০২ মার্চ ২০২৬, সোমবার

বেরাইদ ভূঁইয়াপাড়া জামে মসজিদ, ঢাকা

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন -২০২৬

০৯ ও ১০ এপ্রিল
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক** সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

২১-২২ সংখ্যা
০২ মার্চ-২০২৬ ঈসায়ী
১৭ ফাল্গুন-১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১২ রমাযান-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

মণির খনি : যাকাত ও সাদাক্বাহ্ প্রসঙ্গ ০২
সম্পাদকীয়– মাহে রমাযান : আত্মজাগরণ এবং সৌভাগ্য অর্জনের সুবর্ণ সময় ০৩
দারসুল কুরআন : আল্লাহর পথে ব্যয় : ইহসান ও ভালোবাসার নিদর্শন
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
দারসুল হাদীস– রমাযান : আল-কুরআনের দৃঢ়তা ও দানের কোমলতা
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
ইসলামী প্রবন্ধ : রমাযান প্রস্তুতি ও বিশুদ্ধ সিয়াম
জান্নাতুল মহল- ১২
কুরআনের মর্যাদা ও মানবজীবনে তার প্রভাব
মো. মনিরুজ্জামান- ১৫
অনুবাদ সাহিত্য : সংক্ষিপ্ত যাদুল মা'আদ
মূল : ইমাম ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়া (রহিমাহুল্লাহ)
ভাষান্তর : শাইখ আব্দুর রব আফ্‌ফান মাদানী- ১৯
আলোকিত জীবন– ইমাম ইব্নুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম
ড. আহমাদুল্লাহ- ২১
বিধি-বিধান : সিয়াম ভঙ্গের কাফফারা ও শাস্তি
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৬
ইতিহাস– ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য : ইতিহাসের একটি অপরিহার্য পাঠ
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৭
প্রবাস জীবন : প্রবাস জীবনে বই হোক আলোর দিশারি
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম- ২৯
কবিতা ৩০
জমঈয়ত সংবাদ ৩১
শুব্বান সংবাদ ৩২
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৩
প্রচ্ছদ পরিচিতি ৪৩
মেধার লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা) ৪৫

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭, টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

منجم جواهر / মণির খনি : যাকাত ও সাদাক্বাহ্ প্রসঙ্গ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান করো তাহলে তা উৎকৃষ্ট এবং যদি তোমরা তা গোপন করো ও দরিদ্রদেরকে প্রদান করো তাহলে ওটাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং এর দ্বারা তোমাদের কিছু পাপ (এর কালিমা) বিদূরিত হবে; বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষরূপে খবর রাখেন।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৭১)*

﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ وَ أَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ﴾

"দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।" *(সূরা আল-হাদীদ : ১৮)*

﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বলো : তোমরা ধন সম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের ও পথিকবৃন্দের জন্য করো।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ : ২১৫)*

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

"যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৭৪)*

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ﴾

"তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না; এবং তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন।" *(সূরা আল-ই-'ইমরান : ৯২)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী–

৬. স্বর্ণ-রূপার যাকাত না দিলে আগুনের শাস্তি :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ....

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার যাকাত আদায় করে না– কিয়ামতের দিন তা আগুনে উত্তপ্ত করে তার কপাল, পার্শ্ব ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে...।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮৭)*

৭. সাদাক্বাহ্ বিপদ দূর করে : আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ.

রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "নিশ্চয়ই সাদাক্বাহ্ আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় এবং অশুভ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে।" *(তিরমিযী- ৬৬৪, হাসান)*

৮. উত্তম সাদাক্বাহ্ কোনটি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত;

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ (ﷺ) : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى.

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল! কোন সাদাক্বাহ্ উত্তম? তিনি (ﷺ) বললেন : "তুমি সুস্থ অবস্থায়, কৃপণতা থাকা সত্ত্বেও, দারিদ্র্যের ভয় ও ধনবান হওয়ার আশা রেখে যে সাদাক্বাহ্ করো– সেটিই উত্তম।" *(বুখারী- ১৪১৯; মুসলিম- ১০৩২)*

৯. যাকাত না দিলে রহমত বন্ধ হয়ে যায় :

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضي الله عنه)، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا.

বুরাইদাহ্ ইবনু হুসাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "যে জাতি যাকাত দেওয়া বন্ধ করে, তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি পশুপাখি না থাকত, তবে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হতো না।" *(ইবনু মাজাহ্- ৪০১৯, সহীহ)*

১০. যাকাত আদায় জান্নাতের পথ :

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ (ﷺ) : تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি 'আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি (ﷺ) বললেন : "তুমি আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, সলাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।" *(বুখারী- ১৩৯৬; মুসলিম- ১৩)*

১১. প্রতিদিন সাদাক্বার দা'ওয়াত : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত;

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا : اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ : اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

নবী (ﷺ) বলেছেন : "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করেন। একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দানকারীকে প্রতিদান দিন।' আর অন্যজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।' *(বুখারী- হা. ১৪৪২; মুসলিম- হা. ১০১০)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

মাহে রমাযান : আত্মজাগরণ এবং সৌভাগ্য অর্জনের সুবর্ণ সময়

মহিমান্বিত রমাযান। আত্মশুদ্ধি, সংযম ও আত্মসমর্পণের এক অনন্য মৌসুম। পরহেযগার মানুষ তৈরির উদ্দেশ্যে এই মাসে সওম পালন ফর্‌য করা হয়েছে। তবে রমাযানের প্রকৃত মহিমা শুধু সওমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর আরো একটি অনন্য মর্যাদা নিহিত রয়েছে মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথনির্দেশনা আল-কুরআন নাযিলের ঐতিহাসিক ঘটনায়। যে রজনীতে এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে রাতকে আখ্যায়িত করেছেন 'মহিমান্বিত রজনী' হিসেবে, যার এক রাতের 'ইবাদত হাজার মাসের সাধনার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই রাতই মানব জাতির সৌভাগ্য রজনী, 'লাইলাতুল ক্বদ্‌র'।

রমাযান আশহারুল হুরুমের অন্তর্ভুক্ত না হলেও কুরআনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এ মাসকে দিয়েছে অনন্য মর্যাদা। এই মাসে প্রতিটি নেক 'আমলের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়, দশগুণ থেকে শুরু করে সাতশ গুণ পর্যন্ত। সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো– আল্লাহ তা'আলা নিজেই সওমের প্রতিদান দেবেন। রমাযান মাসের প্রথম রাতেই আসমান থেকে ফেরেশ্‌তারা আহ্বান জানায়, হে কল্যাণ প্রত্যাশীরা! তোমরা দ্রুত মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের দিকে অগ্রসর হও। আর হে পাপকাজে মগ্ন ব্যক্তিরা! তোমরা থামো।

কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো– আমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিতে ক্রমেই ব্যর্থ হচ্ছি। রমাযানের শুরুতে কিছুটা আবেগ, কিছুটা আনুষ্ঠানিকতা দেখা গেলেও দিন যত গড়ায়, 'ইবাদতের উষ্ণতা ততই শীতল হয়ে পড়ে। অথচ আমাদের আদর্শ মহানবী (ﷺ) এই শেষ সময়টাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। শেষ দশকে তিনি দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতেন, কোমরের বন্ধন শক্ত করে বাঁধতেন, মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছার একাগ্র সাধনায়।

সত্য এটাই– ফর্‌য 'ইবাদত আমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলেও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয় নফল 'ইবাদতের মাধ্যমে। রমাযানের শেষ দশক সে সুযোগের চূড়ান্ত শিখর। কিয়ামুল লাইল, কুরআন তিলাওয়াত, দান-সাদাক্বাহ্ ও ই'তিকাফের মাধ্যমে একজন মু'মিন নিজেকে দুনিয়ার মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মহান আল্লাহর নৈকট্যে সমর্পণ করার বিরল অবকাশ পায়। এসবের মধ্য দিয়েই একজন মু'মিন দুনিয়ার মোহ কাটিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা শুরু করে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই মহামূল্যবান সুযোগকে আমরা অবহেলায় বিসর্জন দিচ্ছি। ঈদকে সামনে রেখে কেনাকাটার নামে আমরা 'ইবাদতের সময়কে গ্রাস করছি। বাহুল্য, অপচয় ও প্রদর্শনপ্রবণতা রমাযানের আত্মাকে ক্রমশ নিঃশেষ করে দিচ্ছে। পর্দা ও শালীনতার সীমা ভেঙে বেহায়াপনা যখন সামাজিক স্বাভাবিকতায় রূপ নেয়, তখন প্রশ্ন জাগে! আমরা কি সত্যিই রমাযানকে হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছি?

এদিকে ব্যক্তিগত অবক্ষয়ের পাশাপাশি বৈশ্বিক বাস্তবতাও আমাদের সামনে এক কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে। চলমান রমাযানেই ইরান, ইসরাঈল ও আমেরিকা– এই ত্রিপক্ষীয় উত্তেজনা মধ্যপ্রাচ্যকে নতুন করে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। যুদ্ধের হুমকি, নিরীহ মানুষের রক্তপাত ও মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা গোটা বিশ্ব বিবেককে গভীর উদ্বেগে নিমজ্জিত করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে রমাযান আমাদের কেবল সওম ও 'ইবাদতের শিক্ষা দেয় না; এটি আমাদের শেখায় আত্মসংযম, ন্যায়বোধ, ধৈর্য ও মহান আল্লাহর ওপর নিঃশর্ত নির্ভরতা। ব্যক্তি যেমন আত্মশুদ্ধির মুখোমুখি হয়, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রকেও এই মাস আয়নায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

রমাযান তাই কেবল সময়ের একটি অধ্যায় নয়, এ এক আত্মজিজ্ঞাসা। আমরা কী চাই? ভোগের উন্মাদনা, না নৈতিক উত্তরণ? বাহ্যিক উৎসব, না অন্তরের পরিবর্তন?

অতএব, আসুন, এই রমাযানকে আনুষ্ঠানিকতার আবরণে বন্দি না রেখে জীবনের গভীরে স্থান দিই। ভোগ-বিলাস ও আত্মবিস্মৃতি থেকে ফিরে এসে মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রমাযানের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটানোতেই নিহিত রয়েছে এই মাসের প্রকৃত সার্থকতা।

درس القرآن / দারসুল কুরআন :

আল্লাহর পথে ব্যয় : ইহসান ও ভালোবাসার নিদর্শন

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

অনুবাদ

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[১]

শানে নযুল (অবতরণের সময়কাল)

হাদীসে এসেছে– আসলাম আবূ 'ইমরান আত-তুজীবী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা রোম সাম্রাজ্যের কোনো এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম। তখন আমাদেরকে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রোমের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করল। মুসলিমদের পক্ষ হতেও একই রকম বা আরো বিশাল একটি বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তখন মিসরবাসীর শাসক ছিলেন 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাযালাহ্ ইবনু 'উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। একজন মুসলিম সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি বুহ্য ভেদ করে তিনি তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং বলেন– সুবহানাল্লাহ্! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। তখন আবূ আইয়্যুব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের মাল-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের মাল-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবস্থান এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতাম (তাহলে ভালো হতো)। আমাদের এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী (ﷺ)-এর প্রতি এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আর এ জন্যই আবূ আইয়্যূব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের বাড়িঘর ছেড়ে সব সময় মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া মাইনর, বর্তমানে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে) শাহাদাত বরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।[২]

বিষয়বস্তু

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য দান-সাদাক্বাহ্সহ সকলপ্রকারের সৎকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাথে একথাও বলেছেন যে, তিনি সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

শাব্দিক অর্থ

وَ -এবং/আর, أَنْفِقُوْا -তোমরা ব্যয় করো, فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -আল্লাহর পথে, وَ -এবং/আর, لَا تُلْقُوْا -তোমরা নিক্ষেপ করবে না, بِأَيْدِيْكُمْ -নিজের হাত দিয়ে, إِلَى -জন্য/দিকে/পর্যন্ত, التَّهْلُكَةِ -ধ্বংস, وَ -এবং/আর, أَحْسِنُوْا -ভালোকাজ করো, إِنَّ -নিশ্চয়, اللهَ يُحِبُّ -আল্লাহ ভালোবাসেন, الْمُحْسِنِيْنَ -পূণ্যবানদের।

---

* সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ। এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৯৫।

[২] সুনান আত্ তিরমিযী- হাদীস নং- ২৯৭২।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾

অর্থাৎ- "আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো।"

মহান আল্লাহর পথে ব্যয় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। হিদায়াত তারাই পাবে যারা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এ আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সীরগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যাকাত (ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক ব্যয়) ছাড়াও মুসলিমদের উপর এমন কিছু ব্যয় রয়েছে যা ফর্য। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোনো খাত নয় কিংবা সেগুলোর জন্য নির্ধারিত কোনো নেসাব বা পরিমাণ নেই; বরং যখন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সেখানে ততটুকু খরচ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফর্য। আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে তা ফর্য হবে না; বরং নফল হবে। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।[৩]

সচ্ছল ও অসচ্ছল যে কোনো অবস্থাতেই দান করা কল্যাণকর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে দান করে আর ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আল্লাহ এরূপ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[৪]

'নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয়' এটিও একটি সর্বোত্তম দান। সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যা জিহাদের জন্য রক্ষিত পশুর জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের জন্য খরচ করা হয়।[৫]

মহান আল্লাহর পথে ব্যয়ের উপকারিতা : মহান আল্লাহর পথে ব্যয়কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে দেওয়া উত্তম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿اِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ হলেন গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।"[৬]

দান হলো একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা বাড়তেই থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো। যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করল। প্রতিটি শীষে রয়েছে একশত দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য তা আরো বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ হলেন প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৭]

খুরাইম ইবনু ফাতিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– যে মহান আল্লাহর পথে একটি বস্তু দান করল, তার জন্য সাতশতগুণ সওয়াব লেখা হবে।[৮]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– মহান আল্লাহর বান্দারা সকালে যখনই বিছানা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয়। তাদের একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। অন্যজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস করো।[৯]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা ফরমান :

---

[৩] *তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন।*
[৪] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৩৪।*
[৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২/৯৯৪।*
[৬] *সূরা আত্-তাগা-বুন : ১৭।*
[৭] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৬১।*
[৮] *জামে আত্ তিরমিযী- ১৬২৫।*
[৯] *সহীহ বুখারী- ১৪৪২।*

হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাকো, 'আমি তোমাকে দান করতে থাকব।[১০]

মহান আল্লাহর পথে ব্যয়কারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ছায়ার নীচে স্থান পাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– সাত শ্রেণীর লোক যাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার নিজের ছায়ায় ছায়া দিবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। সেই সাত শ্রেণীর মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি হলো– সেই ব্যক্তি যে এতটা গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কী দান করল।[১১]

দান-সাদাক্বাহ্ পাপকে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ.

অর্থাৎ- সাদাক্বাহ্ পাপকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।[১২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– নবীজি (ﷺ) বলেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ.

অর্থাৎ- নিশ্চয় দান-সাদাক্বাহ্ কবরবাসীর ক্বরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয়।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন–

أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوْعِي، فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ».

অর্থাৎ- তোমরা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করো। আর হিসাব করো না, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তার রহমতকে হিসাব করবেন। আর হাত গুটিয়ে রেখো না, তাহলে মহান আল্লাহও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় কোনো বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে। যেমন- মুসল্লী, মুজাহিদ, দানশীল ও সিয়াম পালনকারীদেরকে নির্দিষ্ট দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। তখন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজা দিয়ে আহ্বানই যথেষ্ট)। তবে এমন কেউ কি আছে যাকে সকল দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– কা'বার রবের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হোন। তারা কারা? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যাদের ধন-সম্পদ বেশি তারা। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে, এরূপ করে ও এরূপ করে (অর্থাৎ-) সামনের দিকে, পিছনের দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে (সর্বদা দান করে)। তবে এরূপ লোক খুবই কম।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর চেহারা কামনায় সাদাক্বাহ্ করল এবং এই সাদাক্বাই যদি তার শেষ 'আমল হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৭]

এখানে আল্লাহর চেহারা কামনা অর্থ হলো দিদারে এলাহী অর্থাৎ- জান্নাতে মহান আল্লাহর চেহারা দর্শন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

অর্থাৎ- "এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।"

এই আয়াতে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো– ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এই প্রসঙ্গে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমত : আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা ভালোভাবেই জানি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদ কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ধ্বংসের দ্বারা

[১০] *সহীহ বুখারী- হাদীসে কুদসী, ৫৩৫২।*
[১১] *সহীহ বুখারী- হা. ৬৮০৬।*
[১২] *মুসনাদে আহমাদ- ১৫৩১৯।*
[১৩] *সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ৩৪৮৪।*
[১৪] *সহীহ বুখারী- হা. ২৫৯১।*
[১৫] *সহীহ বুখারী- হা. ৩৬৬৬।*
[১৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৯৯০।*
[১৭] *সহীহ আত-তারগীব- হা. ৯৮৫।*

এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করার মতোই।

দ্বিতীয় অভিমত : বারা ইবনু 'আযিব ও নু'মান ইবনু বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, পাপের কারণে মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর।[১৮]

তৃতীয় অভিমত : ইমাম জাস্‌সাস (রহিমাহুল্লাহ)'র ভাষ্য অনুযায়ী এই আয়াত থেকে উপরোক্ত দু'টি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

উল্লেখিত আয়াতাংশে ইহসান শব্দটি দিয়ে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন করাকে প্রকাশ করা হয়েছে। ইহসান মূলত দুই প্রকার। যথা-

১. 'ইবাদতে ইহসান : আর 'ইবাদতে ইহসান-এর ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূল (ﷺ) হাদীসে জিবরীল-এ এভাবে দিয়েছেন যে, তুমি যখন 'ইবাদত করবে তখন এটা মনে করবে যে, মহান আল্লাহকে তুমি দেখছ। যদি তোমার চিন্তা এই পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে তাহলে এটা মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

২. দৈনন্দিন কাজকর্মে, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান : এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ করো অন্যান্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ করো। আর নিজেদের জন্য যা পছন্দ করো না অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করো না।[১৯]

পরিশেষে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাঝেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দারসে উল্লেখিত এ আয়াতটি আমাদেরকে কেবল দানের নির্দেশই দেয় না; বরং একটি আদর্শ ও গতিশীল জীবন গঠনের রূপরেখা প্রদান করে। এ আয়াত থেকে আমরা এটিও জানলাম যে, মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করা কোনো দায় বা করুণা নয়; বরং এটি নিজেদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ। যখন আমরা মহান আল্লাহর দেওয়া রিয্‌ক থেকে অকাতরে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করি, তখন আমাদের এ সাধারণ দানটি 'ইহসান'-এর স্তরে উন্নিত হয়।

সতর্ক থাকা প্রয়োজন! আমাদের এ দান যেন লোক দেখানো না হয়; বরং তা যেন হয় মহান রবের ভালোবাসা পাওয়ার এক আকুতি। আমরা যদি মহান আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই, তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। তাই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের উচিৎ ইনসাফ ও ইহসানের সঙ্গে যবতীয় কর্ম সম্পাদন করা। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা চান না আমরা কৃপণ হয়ে নিজেদের ধ্বংস করি; বরং তিনি চান আমরা 'মুহসিন' বা সৎকর্মশীল হয়ে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কৃপণতা ও উদাসীনতা ত্যাগ করে তাঁর পথে অকাতরে ব্যয় করার, ইহসানের গুণ অর্জন করে তাঁর বিশেষ ভালোবাসা লাভ করার এবং সকল ভালো কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

قال الإمام الشافعي: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه.

ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন : "হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞানের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হলো চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান; তবে এ শাস্ত্রে আহলে কিতাবিরা আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।" *(সিয়ারু আ'লামীন নুবালা-ইমাম যাহাবী, ১০/৫৭)*

[১৮] *মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ৬/৩১৭।*
[১৯] *মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৪৭।*

درس الحديث / দারসুল হাদীস :

রমাযান : আল-কুরআনের দৃঢ়তা ও দানের কোমলতা

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) : أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (ﷺ) الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমাযানে জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর নবী (ﷺ) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।[২০]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে মূলত দু’টি বিষয় ফুটে উঠেছে–

১. রমাযান মাসে রাসূল (ﷺ)-এর বেশি দান।

২. এ মাসে বেশি বেশি কুরআন পড়া।

এর কারণ হলো রমাযান মাসে সৎকাজ করলে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেকগুণ সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা রমাযান মাসের রয়েছে নিজস্ব সম্মান ও মর্যাদা; যা অন্যান্য মাসের নেই। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের সাওয়াব দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তবে সিয়াম ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো।[২১]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ يَقُوْلُ اللهُ : إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِيْ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. الصَّوْمُ جُنَّةٌ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ.

‘আল্লাহ বানী আদম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতিটি সাওয়াবকে দশগুন করেছেন এবং তা বাড়তে বাড়তে সাতশ’ পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “এটি বিশেষ করে আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।” সিয়াম পালনকারীর জন্য দু’টি খুশি রয়েছে। একটি খুশি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ মহান আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও বেশি পছন্দীয়। সাওম ঢালস্বরূপ, সাওম ঢালস্বরূপ।’[২২]

রমাযান মাসে বেশি বেশি দান করা : রমাযান মাসে প্রতিটি ‘আমলের সাওয়াব যেহেতু সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় তাই এ মাসে এক টাকা দান করলে সাতশত টাকার সওয়াব আশা করা যায়। এজন্য রমাযানকে দানের মাস হিসেবে গ্রহণ করতে রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা রয়েছে। প্রিয় নবী (ﷺ) উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন রমাযান মাসে দান ও বদান্যতার হাত সম্প্রসারিত করতে। হাদীসেও রমাযান মাসকে হামদর্দি বা ‘সহানুভূতির মাস’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র রমাযানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোযাদারের অন্তরে দানশীলতা ও বদান্যতার গুণাবলি সৃষ্টি হয়।

রমাযানের অন্যতম ‘আমল হলো দান-সাদাক্বাহ্। তাই সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে ‘ইবাদতে মগ্ন থেকে

* প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[২০] সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০২।

[২১] সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮২৩।

[২২] সহীহ। আহমাদ- ১/৪৪৬; আল মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ৩/১৭৯।

সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। দানশীলতা ও বদান্যতা একটি মহৎ গুণ। ইসলাম যেমন দানশীলতাকে উৎসাহিত করেছে, তেমনি পরনির্ভরশীল হওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছে। রমাযানে সিয়াম পালনকারীগণ সিয়াম পালনের মাধ্যমে দানশীল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ দান সাদাক্বাহ্ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

“আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; (অন্যথায় মৃত্যু আসলে) সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্যে কেন অবকাশ দাও না, দিলে আমি সাদাক্বাহ্ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।”[২৩] তিনি আরো বলেছেন–

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

“যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীলতা; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।”[২৪]

রহমতের মাস রমাযানে প্রত্যেকের জন্য বরকতময় ‘আমল হলো নিজেদের সবচেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾

“তোমরা কখনও নেকি পাবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে খরচ কর। আর তোমরা যা কিছুই দান কর আল্লাহ তা জানেন।”[২৫]

এই আয়াত যখন নাযিল হয়, সাহাবিগণ কীভাবে উত্তম বস্তু দান করায় লেগে পড়েছিল তা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবূ তালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। তাঁর সবচাইতে বেশি খেজুর-বৃক্ষ ছিল। সমস্ত বাগানের মধ্যে ‘বাইরহা’ নামক বাগানটি ছিল তাঁর (আবূ তালহার) অধিক পছন্দনীয়। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূল (ﷺ) সেই বাগানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। সেখানকার পানি খুবই উত্তম ছিল, তিনি তা পান করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়,

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾

অর্থাৎ- “যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা নেকের অধিকারী হবে না)। তখন আবূ তালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা সওয়াবের অধিকারী হবে না। আর আমার প্রিয় বস্তু হলো এই ‘বাইরহা’। আমি এটা আল্লাহর রাস্তায় সাদাক্বাহ্ করলাম। এর বিনিময়ে আমি নেকির আশা রাখি এবং এটা মহান আল্লাহর নিকট জমা রাখছি। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি এটাকে যেভাবে ইচ্ছা কবুল করুন। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, বাহবা! এটা অত্যন্ত লাভজনক মাল, এটা অত্যন্ত লাভজনক মাল। তুমি এই বাগান সম্বন্ধে যা কিছু বলেছ আমি তা শুনেছি। আমার মনে হয়, তুমি এই বাগান তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। আবূ তালহাহ্ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমি তা বিতরণ করে দিব। অতএব আবূ তালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইগণের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।[২৬] তিনি আরো বলেছেন–

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

“যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি শস্যদানা যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে। প্রত্যেক শীষে এক শত শস্যদানা থাকে আর আল্লাহ যাকে চান তাকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রশস্তকারী, মহাজ্ঞানী।”[২৭]

দানের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে– ‘ইয়ায ইবনু গুতাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আবূ ‘উবায়দাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ

[২৩] *সূরা আল-মুনাফিক্বুন : ১০-১১।*
[২৪] *সূরা আ-লি-‘ইমরান : ১৩৪।*
[২৫] *সূরা আ-লি-‘ইমরান : ৯২।*
[২৬] *মুয়াত্তা মালিক- অধ্যায় : সাদাক্বাহ্, হা. ১৮৭৩।*
[২৭] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৬১।*

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দেখতে যাই। তাঁর স্ত্রী শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম আবূ ‘উবাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রাত কিরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেন, রাত্রি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ছিল। এই কথা শুনামাত্রই তিনি জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আমার এ রাত্রি কঠিন অবস্থায় কাটেনি। কেননা, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ مَازَ أَذًى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.

‘যে ব্যক্তি নিজের উদ্বৃত্ত জিনিস আল্লাহর পথে দান করে, সে সাতশ’ পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ওপর ও পরিবারবর্গের ওপর খরচ করে সে দশগুণ পুণ্য লাভ করে। যে রোগাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে যায় তারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। সাওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ যে পর্যন্ত না তা নষ্ট করা হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা ও রোগে আক্রান্ত হয়, ঐগুলো তার পাপসমূহ ঝেড়ে ফেলে।’[২৮]

গোপনে দান করার ফযীলত : গোপন-প্রকাশ্যে যে কোনোভাবে দান করা যায়। সকল দানেই সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾

“যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকীর-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে এটা বেশি উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।”[২৯]

গোপনে দানকারী কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। নবী (ﷺ) বলেন, “কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণির মানুষ আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। তন্মধ্যে এক শ্রেণি হচ্ছে–

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

“এক ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে বাম হাত জানতেই পারে না।”[৩০]

দান-সাদাক্বাহ্ গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায় : নবী (ﷺ) বলেন, “হে কাব ইবনু উজরাহ্! সালাত (মহান আল্লাহর) নৈকট্য দানকারী, সিয়াম ঢালস্বরূপ এবং দান-সাদাক্বাহ্ গুনাহ মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে।”[৩১] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

«اَتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».

“খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো।”[৩২]

মানুষ কিয়ামতে দান-সাদাক্বার ছায়াতলে থাকবে

‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, “নিশ্চয় দান-সাদাক্বাহ্ দানকারী থেকে কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দিবে। আর মু’মিন কিয়ামত দিবসে নিজের সাদাক্বার ছায়াতলে অবস্থান করবে।”[৩৩]

রমাযানে যাকাত ফর্‌য না হলে বেশি করে সাদাক্বাহ্ করুন : যাদের ওপর যাকাত ফর্‌য নয়, তারা এই মাসে বেশি বেশি সাদাক্বাহ্ করতে পারেন। যাদের ওপর যাকাত ফর্‌য, তারাও যাকাত আদায়ের পর অতিরিক্ত সাদাক্বাহ্ করতে পারেন। সাদাক্বার মাধ্যমে আল্লাহ রিয্‌কে বরকত এনে দেন। বিপদাপদ দূর করে দেন। মানুষের হায়াতে বরকত হয়, অপমৃত্যু কমে ও অহংকার-অহমিকা থেকে মুক্ত থাকা যায়।[৩৪]

রমাযানে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা : রমাযান মাসে আমরা কুরআন বেশি বেশি তিলাওয়াত করব। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

আল কুরআনে দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত পুণ্যবান ফেরেশ্‌তাদের সাথে থাকবেন। যে ব্যক্তি কুরআন আটকে আটকে তিলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দু’টি প্রতিদান রয়েছে।[৩৫]

---

[২৮] *সহীহ; আহমাদ- ১/১৯৫, ১৯৬; আল মাজমা‘উয যাওয়ায়িদ- ২/৩০০।*
[২৯] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৭১।*
[৩০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪২৩; সহীহ মুসলিম।*
[৩১] *আবূ ইয়া‘লা- সনদ সহীহ।*
[৩২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪১৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১০১৬।*
[৩৩] *তাবারানী; বাইহাক্বী- সনদ সহীহ।*
[৩৪] *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- ২/৬৫।*
[৩৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৩৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৯৮।*

দু'টি প্রতিদানের প্রথমটি হলো– তিলাওয়াতের, দ্বিতীয়টি হলো– পাঠকারীর কষ্টের। অনুরূপভাবে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ.

যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত কমলালেবুর মতো, যা সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায় যার কোনো ঘ্রাণ নেই কিন্তু তার স্বাদ মিষ্টি।[৩৬]

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী (ﷺ) বলেছেন–

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ تَعَالَى، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

যখন আল্লাহর কোনো ঘরে (মসজিদে) লোকজন একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মাঝে তা অধ্যায়ন করে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে, ফেরেশ্তাগণ তাদের বেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁর কাছে অবস্থিত ফেরেশ্তাদের কাছে তাদের আলোচনা করেন।[৩৭]

কুরআন তিলাওয়াতে প্রতিটি হরফে নেকি রয়েছে– 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ، وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ (অক্ষর) পাঠ করবে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হবে। আর প্রতিটি নেকি দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ।[৩৮]

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ কুরআন মাজীদকে রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী–

﴿وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"এবং নিশ্চিত এটা (কুরআন) মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।"[৩৯] অন্য এক স্থানে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

﴿هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ﴾

"(এই কুরআন) হিদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য।"[৪০]

প্রত্যেক মানুষ এই পৃথিবীতে সম্মান, আত্মতৃপ্তি ও ভালো অবস্থা নিয়ে জীবন যাপন করার জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। এই পৃথিবী ত্যাগ করার পর আলমে বারযাখ (কবরের) যিন্দিগিতেও প্রত্যেক মানুষ 'আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আরামদায়ক ঘুমের জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। কবরের জীবনের পর কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির জন্যও প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। পৃথিবী, কবর, পরকাল এই তিনটি স্থানে আমরা সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। ঐ রহমত যার আমরা কদমে কদমে মুখাপেক্ষী, তা কুরআন মাজীদ দ্বারাই হাসিল করা সম্ভব, আসুন গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, কুরআন মাজীদ কিভাবে পৃথিবী, কবর এবং পরকালে আমাদের জন্য রহমত।

কুরআনের আয়াত শ্রবণে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায় : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

"নিশ্চয় মু'মিনরা এইরূপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন ঐ আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"[৪১]

শিক্ষাসমূহ

১. রমাযান মাসে আমরা আমাদের দানের হাতকে প্রসারিত করবো। অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়াব এবং দ্বীনের কাজে সর্বোচ্চ ব্যয় করার চেষ্টা করবো।

২. এ মাসে বেশি বেশি কুরআন পড়ব, কুরআন বুঝবো এবং কুরআনের আলোকে নিজেদের জীবন গড়বো।

---

[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৪২৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৩।*
[৩৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯৯; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪৫৫।*
[৩৮] *সুনান তিরমিযী- হা. ২৯১০।*
[৩৯] *সূরা আন্-নাম্ল : ৭৭।*
[৪০] *সূরা লুক্বমা-ন : ৩।*
[৪১] *সূরা আল-আনফাল : ২।*

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ :

রমাযান প্রস্তুতি ও বিশুদ্ধ সিয়াম

জান্নাতুল মহল*

[তৃতীয় (শেষ) পর্ব]

লাইলাতুল ক্বাদ্‌র অন্বেষণ : আরবীতে ‘লাইল’ শব্দের অর্থ রাত আর ‘ক্বাদ্‌র’ মানে তাকদীর বা ভাগ্য। সুতরাং লাইলাতুল ক্বাদ্‌র মানে তাকদীরের রাত বা ভাগ্য রজনী। ক্বাদ্‌রের আরেকটি অর্থ হলো– মান-মর্যাদা। উক্ত ক্বাদ্‌র যে রাতে, যিনি রাত জেগে ‘ইবাদত করেন তারই। ঐ ক্বাদ্‌রের রাতে ‘আমলেরও বড় ক্বাদ্‌র বা মাহাত্ম রয়েছে। সে জন্যও তাকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র বলে।

ক্বাদ্‌রের আরেকটি মানে হলো– সংকীর্ণতা। এ রাতে আসমান থেকে জমিনে এতো অধিক মালাক (ফেরেশ্‌তা) অবতরণ করে যে, পৃথিবীতে তাদের জায়গা হয় না; বরং তাদের সমাবেশের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয় তাই এ রাতকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র বা সংকীর্ণতার রাত বলা হয়। রমাযান মাসে বিজোড় রাত্রি ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ এই পাঁচ রাত্রিতেই ক্বাদ্‌র তালাশ করা সুন্নাত।[৪২]

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

“আমি কুরআনকে ক্বাদ্‌রের রাতে নাযিল করেছি, তুমি কি জানো ক্বাদ্‌রের রাত কী? ক্বাদ্‌রের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম।”[৪৩]

‘এই রাত্রিগুলোতে রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবায়ি কিরাম দীর্ঘ সময় ধরে সলাত আদায় করে অতিবাহিত করতেন।’[৪৪] তিনি শেষ দশকের ‘ইবাদতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন।[৪৫] বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন, দু‘আ করতেন।[৪৬]

ক্বাদ্‌রের রাত্রীর আলামত সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “পরের দিন সকালে সূর্য উঠবে কিন্তু তার কিরণের তেজ থাকবে না।”[৪৭]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

“এ রাতে একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় স্থির করা হয়।”[৪৮]

এই রাত্রে আল্লাহ তা‘আলা আগামী এক বছরের জন্য রুযী-রিয্‌ক, জন্ম, মৃত্যু ও ঘটনা ঘটনের কথা লিপিবদ্ধ করেন। আর এই তাকদীর যা বাৎসরিক বিস্তারিত আকারে লিখা হয়। এছাড়া মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় লিখা হয় সারাজীবনের তাকদীর।[৪৯] অতএব, মু’মিনের কর্তব্য, এই রাতে ভালো তাকদীর, কল্যাণময় তাকদীর চাওয়া আর সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাওয়া। আর মর্যাদার রাতের মর্যাদা চাওয়া।

ক্বাদ্‌রের দু‘আ :

"اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ".

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুয়্যুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া, ফা’-ফু আন্নি। **অর্থ :** হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।[৫০]

সকল প্রকার ‘ইবাদত : নবী (ﷺ) রমাযান মাসে অন্য মাসের তুলনায় বেশি বেশি ‘ইবাদত করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদর্শ ছিল রমাযান মাসে সকল ধরনের ‘ইবাদত বেশি বেশি করা। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দানশীল এবং রমাযান মাসে আরো বেশি দানশীল হয়ে যেতেন।[৫১] এ সময়ে তিনি সাদাক্বাহ্, কুরআন তিলাওয়াত, ক্বিয়ামুল

---

* *দাঈ‘ ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।*

[৪২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০১৭।*
[৪৩] *সূরা আল-ক্বাদ্‌র : ১-৩।*
[৪৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৩৭৫।*
[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭৬৭।*
[৪৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৫০।*
[৪৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭২৬, ১১৬৯।*
[৪৮] *সূরা আদ্‌-দুখা-ন : ৪।*
[৪৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩১৮, ৩৩৩৩, ৬৫৯৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৪৬।*
[৫০] *সহীহ আত তিরমিযী- হা. ৩৫১৩; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৫০, সহীহ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২০৯১।*
[৫১] *সহীহুল বুখারী।*

লাইল, ইস্তিগফার, যিক্‌র ও ইতিকাফ ইত্যাদি সকল প্রকার ‘ইবাদত অধিক পরিমাণে করতেন। তিনি রমাযানে এমন বিশেষ ‘ইবাদতসমূহ পালন করতেন যা অন্য মাসগুলোতে করতেন না।[৫২]

কারণ, রমাযানে ভালো কাজের প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।[৫৩]

বিশুদ্ধ সিয়াম– জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল : সাহাবী ‘উসমান ইবনু আবুল আস কর্তৃক বর্ণিত; মহানবী (ﷺ) বলেন, “সিয়াম (রোযা) হলো জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ”, যেমন- যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের কাছে ঢাল থাকে।[৫৪]

হাদীসটিতে সুস্পষ্ট– সিয়াম জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ, যা তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে। আর সিয়ামের মাধ্যমে সে ‘রাইয়্যান’ নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫৫] তা হলো সেই সিয়াম যাতে তার হৃদয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্রতা অর্জন করে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল নিষিদ্ধ কর্ম থেকে দূরে থেকে সিয়াম পালন করা। **এ জন্য প্রয়োজন–**

জিহ্বার সিয়াম : সিয়াম পালনকারীর উচিত যে তার জিহ্বাও সিয়ামে থাকে। অর্থাৎ- সে যেন নোংরা কথা, পরচর্চা বা গীবত, চোগলখুরী বা অশ্লীল ও মিথ্যা কথা বা গাল-মন্দ থেকে বিরত থাকে।[৫৬]

সিয়াম অবস্থায় চোখের হিফাযত করা : মহান আল্লাহর হারামকৃত জিনিস দেখা হতে বিরত থাকে সিয়াম পালনকারী। হারাম কিছু চোখে পড়লে সে তার চোখকে অবনত করে নেয়, অশ্লীল কিছু দেখা থেকে দৃষ্টিকে নিচু রাখে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু’মিন বান্দাদের বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

“মু’মিনদের বলো তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই অবগত।[৫৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

“আর মু’মিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; আর তাদের শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ না করে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত।”[৫৮]

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা সূরা আন্‌-নূর-এর ৩০ ও ৩১ নং আয়াতে মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদেরকে প্রথমেই চোখের হিযাব করার কথা বলেছেন।

এই দু’টি আয়াতে **চোখের ব্যাপারে** তাফসীর ইবনু কাসীরে বর্ণিত, “যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টি হারাম জিনিসের উপর নিক্ষেপ করে না, আল্লাহ তা‘আলা তার চক্ষু জ্যোতির্ময় করে তোলেন এবং তার অন্তরও আলোকময় করে দেন।”

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূল (ﷺ) বলেন, “দৃষ্টি শয়তানী তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভয়ে নিজের দৃষ্টি সংযত রাখে, আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তরে এমন ঈমানের জ্যোতি সৃষ্টি করে দেন সে তার মজা উপভোগ করে থাকে।”[৫৯]

মুসনাদে আহমাদে আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেন, “যে তার দৃষ্টি হারাম জিনিসের থেকে ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তার বিনিময়ে তাকে এমন এক ‘ইবাদত দান করেন, যার মজা বা স্বাদ তার অন্তরে উপভোগ করে থাকে।”

সুতরাং এই ভয়াবহ সময়ে চোখের সিয়াম, কানের সিয়াম ও হৃদয়ের সিয়াম যে পালন করে সেই বিশুদ্ধ সিয়াম পালন করতে সক্ষম।

কানের হিফাযত করা : একজন সিয়াম পালনকারী নোংরা ও অশ্লীল কথা শোনা থেকে দূরে থাকে, গান-বাজনা শোনা থেকে, মহান আল্লাহর হারামকৃত এবং যে কথা তাকে ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট করে সে কথা শোনা থেকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[৫২] *যাদুল মাআ’দ- ১/৩২১।*
[৫৩] *সহীহুল বুখারী।*
[৫৪] *মুসনাদে আহমাদ; সুনান আন্‌ নাসায়ী; সুনান ইবনু মাজাহ্‌- তাহক্বীক্বকৃত, হা. ৩৮৭৯।*
[৫৫] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৫৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৪, ৬০৫৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫১; সুনান ইবনু মাজাহ্‌- হা. ১৬৮৯; মুসনাদে আহমাদ- হা. ২/৪৫২, ৫০৫।*
[৫৭] *সূরা আন্‌-নূর : ৩০।*
[৫৮] *সূরা আন্‌-নূর : ৩১।*
[৫৯] *তাবারানী।*

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

"আর সে বিষয়ের পিছনে ছুটো না, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়– ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৬০]

সিয়াম অবস্থায় পেটের হিফাযত করা : একজন প্রকৃত সিয়াম পালনকারী সিয়াম পালন করে হারাম খাদ্য দিয়ে পেট পূর্ণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সে হারাম খাদ্য সাহারীতে খায় না আর হারাম খাদ্য দ্বারা ইফতারিও করে না। সে সুদ ও ঘুষ খায় না, ইয়াতীমের মাল বা হারাম উপায়ে উপার্জিত কোনো অর্থও গ্রহণ করে না। কেননা যে ব্যক্তি নিজ উদরে (পেটে) হারাম মাল প্রবেশ করায় অর্থাৎ- তার খাদ্য ও পানীয় হারাম হয়, তার দু'আ কবুল হয় না।[৬১] এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যেসব রুযী দান করেছি তা থেকে হালাল বস্তু আহার করো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করো যদি তোমরা তারই দাসত্ব করো।"[৬২]

উভয় হাত ও পায়ের হিফাযত করা : একজন সিয়াম পালনকারী সিয়াম (ও সিয়াম ব্যতীত) তার হাতও যেন হারাম দেওয়া-নেওয়া, ধরা, স্পর্শ করা থেকে দূরে রাখে।[৬৩] তার হাত যেন দূরে রাখে মানুষের উপর অত্যাচার করা থেকে, কাউকে ধোঁকা দেওয়া থেকে, কাউকে অন্যায়ভাবে মারা থেকে, সুদ, ঘুষ, চুরি, ভেজাল বা অন্যায়ভাবে হারাম কারবারের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করা থেকে। সিয়াম পালনকারীর পা যেন যে পথে গেলে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন সে পথে তথা সকল প্রকার পাপাচারের পথে চলা হতে বিরত থাকে।"[৬৪]

হৃদয়ের হিফাযত : দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা হলো হৃদয়। রাসূল (ﷺ) বলেন, "জেনে রাখো, দেহের মধ্যে এমন এক মাংস পিণ্ড আছে যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হবে এবং তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোনো! তা হলো হৃদপিণ্ড (অন্তর)।"[৬৫]

সুতরাং মু'মিনের হৃদয় রমাযান ও অন্যান্য মাসেও সিয়াম রাখে। আর তার সিয়াম হবে বা সে বিরত থাকবে বিধ্বংসী শির্ক, বাতিল বিশ্বাস, নোংরা চিন্তা-ভাবনা, হীন পরিকল্পনা এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মু'মিনের হৃদয় সিয়াম থাকে– অহংকার থেকে,[৬৬] গর্ব করা থেকে,[৬৭] অপরের প্রতি হিংসা করা থেকে,[৬৮] কারো প্রতি বিদ্বেষ করা থেকে,[৬৯] কৃপণতা থেকে,[৭০] পাপ চিন্তা করা থেকে।[৭১]

আল্লাহু আকবার! ওপরে উল্লিখিত এমন সিয়ামই মূলতঃ বিশুদ্ধ সিয়াম– যে সিয়াম জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল।

অতএব এই ভয়াবহ সময়ে চোখের সিয়াম, কানের সিয়াম ও হৃদয়ের সিয়াম যে পালন করে সেই বিশুদ্ধ সিয়াম পালন করতে সক্ষম।

মনে রাখবেন! একজন সিয়াম পালনকারী যাবতীয় পাপাচার অর্থাৎ- যাবতীয় হারাম কথা ও হারাম কাজ থেকে দূরে থাকবে তবেই সিয়াম হবে তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ। এটাই বিশুদ্ধ সিয়াম যা মু'মিনের সম্পদ। যা মু'মিনকে রাইয়্যান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে 'ইন্ শা-আল্লাহ', যার প্রতিদান সরাসরি আল্লাহ দিবেন।[৭২]

এই মাসে বিশুদ্ধ সিয়াম পালনের সাথে বেশি করে করতে চেষ্টা করবো– ১. কুরআন তিলাওয়াত। **২.** দান-সাদাক্বাহ্। **৩.** ক্বিয়ামুল লাইল বা তারাবীর সলাত। **৪.** গুনাহ মোচনে সচেষ্ট হওয়া। **৫.** দু'আ।

বিশুদ্ধ সিয়াম পালনের প্রতিদান : ১. গুনাহ মাফ, তাক্বওয়া অর্জন। **২.** মর্যাদা বৃদ্ধি, রহমত লাভ। **৩.** জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। **৪.** রাইয়্যান নামক দরজা দিয়ে জান্নাত প্রবেশ।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই সিয়াম পালনের ক্ষমতা দান করুন যা পালনে গুনাহ মোচন এবং ধ্বংস থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব, যে সিয়াম জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল আর 'রাইয়্যান' নামের দরজা দিয়ে জান্নাত লাভের ভাগ্য নসীব করুন –আল্লাহুম্মা আমীন। আল-হামদু লিল্লাহ।

---

[৬০] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৩৬।*
[৬১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৯৩।*
[৬২] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৭২।*
[৬৩] *ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ- ২/১২০।*
[৬৪] *তাওজীহাত লিস-সায়িমীন আস-সায়িমাত- ২১-২৯ পৃ.; ফাইযার রহীমির রাহমান ফী আহকামি আমওয়াইযি রমাযান- অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের সিয়াম (রোযা) প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ১৮৪-১৮৬ পৃ.।*
[৬৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫২ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৯৯।*
[৬৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯১৮ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৫৩।*
[৬৭] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৬১৫৭।*
[৬৮] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৭৬২০।*
[৬৯] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৭০] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২/৩৪২; সুনান আন্ নাসায়ী।*
[৭১] *আহকামুস সাওম- ১৯ পৃ.।*
[৭২] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

কুরআনের মর্যাদা ও মানবজীবনে তার প্রভাব

মো. মনিরুজ্জামান*

[দ্বিতীয় পর্ব]

১১. কুরআন মানবতার জন্য এক সর্বজনীন দিকনির্দেশনা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ﴾

"রমাযান মাস– যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য দিশা, স্পষ্ট প্রমাণ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণায়ক।"[৭৩]

তাফসীর ইবনু কাসীর : এই আয়াত জানায় যে কুরআন শুধু মুসলমানদের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত। এটি এমন আলো যা সঠিক ও ভুলকে স্পষ্ট করে দেয়।[৭৪]

তাফসীরে জাকারিয়া : 'هُدًى لِّلنَّاسِ' –মানে, কুরআন মানুষকে সঠিক জীবনের নীতিমালা শেখায়; বিশ্বাস, ন্যায়নীতি ও সমাজকল্যাণে দিকনির্দেশনা দেয়।[৭৫]

নবী (ﷺ) বলেন, "আমি তোমাদের কাছে এমন এক বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা তোমরা ধারণ করলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না –মহান আল্লাহর কিতাব।"[৭৬]

কুরআন সকল শ্রেণির মানুষের জন্য মুক্তির পথ। এটি কোনো জাতি বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং চিরন্তন মানবতার নির্দেশনা।

১২. কুরআন মহান আল্লাহর অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত বাণী : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।"[৭৭]

তাফসীর ইবনু কাসীর : আল্লাহ তা'আলা নিজে ঘোষণা করেছেন যে কুরআনকে বিকৃত করা, মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এটি কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত থাকবে।[৭৮]

তাফসীরে জাকারিয়া : এই আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে– পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃত হয়েছিল কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব নেননি; কিন্তু কুরআনের সংরক্ষণ তিনি নিজে নিয়েছেন।[৭৯]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য এমন লোক সৃষ্টি করে যাবেন যারা কুরআন রক্ষা করবে এবং তা বিকৃতির হাত থেকে নিরাপদ রাখবে।"[৮০]

কুরআনের সংরক্ষণ শুধু লিখিত নয়; বরং হাফেযদের মাধ্যমে মৌখিকভাবে সংরক্ষিত। এটি এক ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি যা মানব ইতিহাসে একমাত্র অনন্য।

১৩. কুরআন সর্বোত্তম আইন ও বিচারব্যবস্থার উৎস : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾

"যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুযায়ী বিচার করে না, ওরা তারাই যারা কাফির।"[৮১]

তাফসীর ইবনু কাসীর : এই আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআনের আইন ব্যতীত অন্য বিচার মানা মহান আল্লাহর বিধানকে অবমূল্যায়ন করা। মহান আল্লাহর শাসন ব্যতীত অন্য শাসন মানবতার জন্য অন্যায়।[৮২]

তাফসীরে জাকারিয়া : 'كَافِرُوْنَ' শব্দটি এখানে শির্ক অর্থে নয়; বরং তা নির্দেশ করে– যারা মহান আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়, তারা বাস্তবে ঈমানের দাবিতে মিথ্যা বলে।[৮৩]

** সাবেক প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, যশোর জেলা।*

[৭৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫।*
[৭৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলিয়াম : ১, পৃ. ৫০২।*
[৭৫] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-বাক্বারাহ, পৃ. ২২১।*
[৭৬] *সহীহ মুসলিম- কিতাব ফাদায়িলুল কুরআন, হা. ২৪০৮।*
[৭৭] *সূরা আল-হিজর : ৯।*
[৭৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৫, পৃ. ৯০।*
[৭৯] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-হাজ্জ, পৃ. ৩৭।*
[৮০] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল ইলম, হা. ৫০৯।*
[৮১] *সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৪।*
[৮২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৩, পৃ. ৩৪।*
[৮৩] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-মায়িদাহ, পৃ. ৭৫।*

নবী (ﷺ) বলেন, "তোমাদের বিচার যদি মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী হয়, তবে তোমরা নিরাপদ থাকবে।"[৮৪]

কুরআনের আইন সমাজে ন্যায়, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। এটি কেবল ধর্মীয় নয়; বরং সর্বোত্তম নাগরিক সংবিধান।

১৪. কুরআন মানবীয় নয়, এটি হচ্ছে মহান আল্লাহর কণ্ঠের প্রতিফলন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

"তিনি (নবী [ﷺ]) নিজের ইচ্ছায় কথা বলেন না; এটি তো এক প্রত্যাদেশ যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।"[৮৫]

তাফসীর ইবনু কাসীর : এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে কুরআনের প্রতিটি বাণী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে; নবী (ﷺ) নিজে কোনো শব্দ বা বক্তব্য এতে সংযোজন করেননি।[৮৬]

তাফসীরে জাকারিয়া : নবী (ﷺ) ছিলেন 'বালিগ'– অর্থাৎ- বার্তা পৌঁছানোয় দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁর কথায় কোনো ব্যক্তিগত ভাবনা মিশে ছিল না। সবই ছিল মহান আল্লাহর ওয়াহী।[৮৭]

"নবী (ﷺ) বলেন, 'আমার কাছে এমন কিছু নাযিল হয় যা কুরআনের সমতুল্য ওয়াহী।'"[৮৮]

কুরআন কোনো মানবসৃষ্ট সাহিত্য নয়; এটি মহান আল্লাহর কালাম। এর বাণী, ধ্বনি ও অর্থ –সবই ঐশ্বরিক। তাই এটি অপরিবর্তনীয়, অনন্য এবং অলৌকিক।

১৫. কুরআন নূর (আলোক) –যা অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয় : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾

"তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর ও এক স্পষ্ট কিতাব।"[৮৯]

তাফসীর ইবনু কাসীর : 'নূর' দ্বারা নবী (ﷺ) এবং 'কিতাব' দ্বারা কুরআন বোঝানো হয়েছে। এই দু'টি একত্রে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনে।[৯০]

তাফসীরে জাকারিয়া : এখানে আল্লাহ তা'আলা জানাচ্ছেন– কুরআন এমন এক আলো যা অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্যায়ের অন্ধকার দূর করে মানব জীবনে সত্যের আলো জ্বালায়।[৯১]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, কুরআন এমন আলো যা মু'মিনের হৃদয় আলোকিত করে।"[৯২]

কুরআনের আলো যে হৃদয়ে প্রবেশ করে, সে মানুষ অন্ধকার পথ ছেড়ে মহান আল্লাহর নূরের পথে চলে। এটি জ্ঞানের আলো, ঈমানের আলো, মুক্তির আলো।

১৬. কুরআন নবীদের ওহীর ধারাবাহিকতার সমাপ্ত ও সর্বশেষ কিতাব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

"আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করে এবং তাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী।"[৯৩]

তাফসীর ইবনু কাসীর : এখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে কুরআন আগের সব ওহীর ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা। এটি তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্য অংশ নিশ্চিত করেছে এবং ভুল অংশ রহিত করেছে।[৯৪]

তাফসীরে জাকারিয়া : 'مُهَيْمِنًا' শব্দের অর্থ– পাহারাদার বা নিয়ন্ত্রণকারী। অর্থাৎ- কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর সাক্ষী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।[৯৫]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "আমার ও পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হলো এমন এক প্রাসাদের মতো, যেখানে এক ইটের জায়গা ফাঁকা ছিল। আমি সেই শেষ ইট।"[৯৬]

কুরআন মহান আল্লাহর ওহীর শেষ ধাপ। এটি পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যকে একত্র করেছে এবং চূড়ান্ত

---

[৮৪] *সুনান আত্ তিরমিযী- কিতাবুল আহকাম, হা. ১৩২৫, সহীহ সনদে।*
[৮৫] *সূরা আন্-নাজ্ম : ৩-৪।*
[৮৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৭, পৃ. ৪৫৩।*
[৮৭] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আন্-নাজ্ম, পৃ. ৬১।*
[৮৮] *সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ফাদায়িল, হা. ২৭৬৩।*
[৮৯] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ১৫।*
[৯০] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৩, পৃ. ১৫৬।*
[৯১] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-মায়িদাহ্, পৃ. ১৩৩।*
[৯২] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ১২৩, সহীহ সনদে।*
[৯৩] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৮।*
[৯৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৩, পৃ. ১৫২।*
[৯৫] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-মায়িদাহ্, পৃ. ১৩১।*
[৯৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫৩৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২২৮৬।*

দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তাই এর পরে কোনো নতুন শারিয়ত বা কিতাব আসবে না।

১৭. কুরআন ভাষাগত ও সাহিত্যিক অলৌকিকতা (মু'যিজাহ্) : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ﴾

"বলো : মানুষ ও জিন্ সবাই মিলে যদি এই কুরআনের মতো কিছু আনতে চায়, তারা কখনোই আনতে পারবে না।"[৯৭]

তাফসীর ইবনু কাসীর : এটি কুরআনের অলৌকিকতার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ভাষা, ভাব, ছন্দ ও গভীরতায় এটি অনন্য। কেউ তার অনুরূপ কিছু রচনা করতে সক্ষম হয়নি।[৯৮]

তাফসীরে জাকারিয়া : এখানে আল্লাহ তা'আলা মানব ও জিন্ উভয়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন– তারা যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করলেও কুরআনের সামান্য একটি সূরারও অনুরূপ আনতে পারেনি ও পারবে না।[৯৯]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "কুরআনের প্রতিটি আয়াত এমন এক অলৌকিক বাণী, যা মানব বুদ্ধি ও শিল্পকলার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।"[১০০]

কুরআনের সাহিত্যিক শৈলী, শব্দচয়ন, বাগধারা ও ছন্দ এমন যে, এটি কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। এই অলৌকিকত্বই প্রমাণ করে এটি মহান আল্লাহর কালাম।

১৮. কুরআন পাঠ ও মুখস্থ করার অসীম প্রতিদান : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا﴾

"আর কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে, সুন্দরভাবে।"[১০১]

তাফসীর ইবনু কাসীর : 'تَرْتِيْلًا' অর্থ- আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা, অর্থ বোঝা ও হৃদয়ে প্রভাব ফেলানো। এটি তিলাওয়াতের আদব ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।[১০২]

তাফসীরে জাকারিয়া : কুরআন পাঠ কেবল মুখের নয়; বরং অন্তরের কাজও। তিলাওয়াতের সময় অর্থ নিয়ে ভাবা (তাদাব্বুর) মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।[১০৩]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "যে কুরআন তিলাওয়াত করে, তার প্রতিটি অক্ষরে দশটি নেকি।"[১০৪]

কুরআন পাঠ একসাথে 'ইবাদত, যিক্র ও জ্ঞান অর্জন। যে ব্যক্তি এটি মুখস্থ করে ও 'আমল করে, তার মর্যাদা আখিরাতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে।

১৯. কুরআন কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে : আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا﴾

"আমি তোমাদের এমন মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন।"[১০৫]

তাফসীর ইবনু কাসীর : কিয়ামতের দিনে রাসূল (ﷺ) ও তাঁর উম্মত কুরআনের আলোকে সাক্ষ্য দেবে– কে আল্লাহর আদেশ মেনেছে আর কে অমান্য করেছে।[১০৬]

তাফসীরে জাকারিয়া : এই সাক্ষ্য শুধু মুখের নয়; বরং কুরআন নিজেও সাক্ষী হবে কারা এর অনুসারী ছিল।[১০৭]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "কুরআন হবে তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী।[১০৮] যে কুরআন পড়েছে, বুঝেছে ও মান্য করেছে, কিয়ামতের দিন সে সফলতার সাক্ষী পাবে। আর যে উপেক্ষা করেছে, তার বিরুদ্ধে কুরআনই সাক্ষ্য দেবে।

২০. কুরআনের ধাপে ধাপে নাযিলের হিকমত ও বাস্তবতা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا﴾

"আমি কুরআনকে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে ধীরে ধীরে তা পাঠ করে শোনাতে পারো।"[১০৯]

তাফসীর ইবনু কাসীর : কুরআন একসাথে অবতীর্ণ হয়নি; ২৩ বছরে ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে, যাতে

---

[৯৭] *সূরা আল-ইসরা : ৮৮।*
[৯৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৫, পৃ. ১০৯।*
[৯৯] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-ইস্‌রা, পৃ. ৫৬।*
[১০০] *সহীহ মুসলিম- কিতাব ফাদায়িলুল কুরআন, হা. ২৪০৮।*
[১০১] *সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল : ৪।*
[১০২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৮, পৃ. ২৫৫।*
[১০৩] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল, পৃ. ১১।*
[১০৪] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৯১০, সহীহ।*
[১০৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৪৩।*
[১০৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ১, পৃ. ৩৯৬।*
[১০৭] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-বাক্বারাহ্, পৃ. ১৮০।*
[১০৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮০৫।*
[১০৯] *সূরা আল-ইস্‌রা : ১০৬।*

মু'মিনদের অন্তর দৃঢ় হয় এবং সমাজ ধাপে ধাপে বদলায়।[১১০]

তাফসীরে জাকারিয়া : ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনের প্রতিটি ঘটনার সাথে বাস্তবিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।[১১১]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "কুরআন নাযিল হতো পরিস্থিতি অনুযায়ী, যাতে মানুষ সহজে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে।"[১১২]

এটি মহান আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞার দৃষ্টান্ত। কুরআন মানব সমাজকে এক ধাপে বদলাতে এসেছে– যেন শিক্ষা, শাসন ও নৈতিকতা ধীরে ধীরে হৃদয়ে স্থায়ী হয়।

❖ **শিক্ষার বিষয় হলো–** ➡ কুরআন মহান আল্লাহর বাণী এটি মানুষের রচিত নয়; তাই এতে চূড়ান্ত সত্য ও হিদায়াত রয়েছে। ➡ **পাঠের গুরুত্ব :** নিয়মিত তিলাওয়াত অন্তরকে শান্ত করে, গুনাহ মুছে দেয়। ➡ বোঝার প্রয়োজনীয়তা কুরআন শুধু তিলাওয়াত নয়, বোঝা ও তা অনুযায়ী চলা জরুরি। ➡ কুরআন হলো আলো ও শিফা আত্মিক রোগের ওষুধ ও সমাজের অন্ধকার দূর করার আলো। ➡ কুরআন ন্যায়বিচারের উৎস সমাজের আইন, রাজনীতি ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি। ➡ কুরআন চিরন্তন ও সংরক্ষিত আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর রক্ষক –এতে কোনো বিকৃতি নেই। ➡ কুরআন পথপ্রদর্শক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়। ➡ কুরআন শিক্ষা দেয় বিনয় ও পরিশুদ্ধতা অহংকার, কপটতা ও মিথ্যার বিরোধিতা। ➡ কুরআন এক বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার উৎস প্রকৃতি, সৃষ্টি ও মানুষ সম্পর্কে বাস্তব সত্য প্রকাশ করে। ➡ কুরআন এক নৈতিক বিপ্লবের দিশা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। ➡ কুরআন পড়লে প্রশান্তি আসে মহান আল্লাহর যিক্‌র ও কুরআন পাঠ হৃদয়কে শান্ত করে। ➡ কুরআন মু'মিনের পরিচয় নির্ধারণ করে যে কুরআনের আদেশ মানে, সেই প্রকৃত ঈমানদার। ➡ কুরআন জ্ঞানের উৎস এটি ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের মৌলিক দিকনির্দেশ দেয়। ➡ কুরআন সমাজে ঐক্যের উৎস এটি বিভাজন নয়, ঐক্য ও পরস্পর ভালোবাসা শেখায়। ➡ কুরআনের শিক্ষা অনুসারে জীবন সাজানো ঈমানের অংশ, কুরআনের আদেশ মানা মানেই মহান আল্লাহর আনুগত্য। ➡ কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, সত্য ও হিদায়াতের উৎস। ➡ কুরআন শিফা, নূর, রহমত ও প্রশান্তির দিশা। ➡ কুরআন সংরক্ষিত, ন্যায়বিচারমূলক, সর্বজনীন নির্দেশিকা। ➡ কুরআন ওহীর সমাপ্তি, ভাষাগত অলৌকিকতা, ধাপে ধাপে নাযিলের প্রজ্ঞা এবং কিয়ামতের সাক্ষী। ➡ যে কুরআনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে কখনো একা নয়। ➡ যে কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ে, তার অন্তর ও সমাজ দু'টোই আলোকিত হয়। ➡ কুরআন শুধু পড়ার জন্য নয়; বরং চিন্তা, বোঝা ও জীবনে প্রয়োগের জন্য অবতীর্ণ। ➡ যে কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার হৃদয়ে আলো ও জীবনে দিশা আসে। ➡ কুরআন মানুষকে মহান আল্লাহর পথে ফিরিয়ে নেয়, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। ➡ কুরআনই একমাত্র অপরিবর্তনীয় সংবিধান, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ করে তোলে।"

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

قال الإمام الشافعي : لا تسكنن بلدا لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك، ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك.

ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন : "তুমি এমন শহরে বসবাস করো না যেখানে তোমার দ্বীনের বিষয়ে ফাতাওয়া বা নির্দেশনা দেওয়ার মতো কোনো আলেম নেই এবং তোমার স্বাস্থ্যগত বিষয়ে অবহিত করার মতো কোনো চিকিৎসক নেই।" ***(আদাবুশ্ শাফে'য়ী ওয়া মানাক্বিবুহ- পৃ. ২৪৪)***

[১১০] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৫, পৃ. ১১৩।*
[১১১] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা আল-ইস্‌রা, পৃ. ৫৭।*
[১১২] *সহীহুল বুখারী- কিতাব ফাদায়িলুল কুরআন, হা. ৪৯৯১।*

الأدب المترجم / **অনুবাদ সাহিত্য :**

সংক্ষিপ্ত যাদুল মা'আদ

মূল : ইমাম ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়া (রাহিমাহুল্লা-হ), ভাষান্তর : শাইখ আব্দুর রব আফ্ফান মাদানী*

ভূমিকা

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয় : তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন আবূ বক্র বিন আইয়্যূব বিন সাদ বিন হুরেইজ আল-জুরয়ি, আদ-দিমাশকি। তাঁর উপাধি শামসুদ্দিন এবং তিনি ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ নামে সমধিক পরিচিত।

জন্ম : তিনি ৬৯১ হিজরি সনের ৭ সফর জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর শিক্ষা জীবন ও শিক্ষকগণ : তিনি তাকি সুলায়মান, আবূ বক্র বিন আব্দুদ দায়িম, আল-মুতয়িম, ইবনুশ শিরাজী এবং ইসমা'ঈল বিন মাকতুমের নিকট (হাদীস) শ্রবণ করেছেন। তিনি ইবনুল ফাতহ এবং আল-মাজদ আল-তিউনিসির কাছে আরবি ভাষা পড়েছেন।

তিনি আল-মাজদ আল-হাররানি এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কাছে ফিকহ (ইসলামি আইনশাস্ত্র) পড়েছেন। তিনি আস-সাদরিয়াহ মাদ্‌রাসায় পাঠদান করেছেন এবং আল-জাওজিয়্যাহ মাদ্‌রাসায় ইমামতি করেছেন। উত্তরাধিকার আইন বা ফারায়েজ শাস্ত্রে তাঁর পিতার বিশেষ দক্ষতা ছিল, যা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেই অর্জন করেন। এছাড়া তিনি আস-সাফি আল-হিন্দি এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কাছে উসুল (মূলনীতি শাস্ত্র) পড়েছেন।

তাঁর যহদ (দুনিয়া বিমুখতা), চরিত্র ও ইলম : ইবনু রজব (রাহিমাহুল্লা-হ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "তিনি (ইবনু কাইয়্যিম) ছিলেন অত্যন্ত 'ইবাদতগুজার ও তাহাজ্জুদগুজার। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে সলাত আদায় করতেন। তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর যিক্‌রে মগ্ন থাকতেন এবং মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, ক্ষমা প্রার্থনা এবং মহান আল্লাহর কাছে নিজের দীনতা ও নিঃস্বতা প্রকাশে অত্যন্ত ব্যাকুল থাকতেন। ইল্‌মের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে প্রশস্ত আর কাউকে দেখিনি, আর কুরআন-সুন্নাহর অর্থ ও ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে পাইনি। যদিও তিনি নিষ্পাপ (মাসুম) ছিলেন না, তবুও তাঁর মতো অর্থবহ মানুষ আমি আর দেখিনি।"

হাফেয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লা-হ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "তিনি খুব সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁর চরিত্র ছিল অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ। তিনি মানুষের প্রতি ভালোবাসা রাখতেন, কাউকে হিংসা করতেন না, কাউকে কষ্ট দিতেন না, কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন না এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। আমি তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষদের একজন ছিলাম এবং আমার কাছে তাঁর চেয়ে প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমাদের সময়ে তাঁর চেয়ে বড় 'ইবাদতগুজার আলেম আমি আর কাউকে দেখিনি।"

তাঁর রচনাবলী (تصانيفه) : ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লা-হ) অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ➲ ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন (إعلام الموقعين), ➲ বাদাউল ফাওয়াইদ (بدائع الفوائد), ➲ ত্বারিকুল সা'দাতাইন (طريق السعادتين), ➲ শারহু মানাযিলিস সাইরিন (شرح منازل السائرين), ➲ আল-ক্বাদা ওয়াল ক্বদ্‌র (والقضاء والقدر), ➲ জালাউল আফহাম (جلاء الأفهام), ➲ মাসায়েদুশ

* সহ-সভাপতি, প্রবাসী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস, সৌদি আরব (পূর্বাঞ্চল)। দ্বীরা ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব।

শাইত্বান (مصايد الشيطان), ➲ মিফতাহু দারিস সা'দাহ (مفتاح دار السعادة), ➲ আর-রূহ্ (والروح), ➲ হাদিল আরওয়াহ (وحادي الأرواح), ➲ আস-সাওয়াইকুল মুরসালা (والصواعق المرسلة) এবং ➲ আরো অনেক গ্রন্থ।

মৃত্যু (وفاته) : তিনি ৭৫১ হিজরি সনের **১৩ই** রজব, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় মানুষের বিশাল উপস্থিতি ছিল।

যাদুল মা'আদ কিতাবের পরিচিতি

'যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ' কিতাবের পরিচয় ও গুরুত্ব : ইবনু কাইয়্যিম তাঁর এই কিতাবে নবী কারীম (ﷺ)-এর 'ইবাদতের দিকটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই সাথে নবীজির লেনদেন ও আচরণের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি 'ইবাদত ও মুয়ামালাত (লেনদেন)-কে ফিকহি বিন্যাস অনুযায়ী ভাগ করেছেন। এই কিতাবটির বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজবোধ্য ভাষা, চমৎকার বর্ণনাভঙ্গি এবং রচনার বৈচিত্র্য। কখনও তিনি সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেন, কখনও শ্রেষ্ঠ গল্পকারের মতো বর্ণনা করেন, কখনও দলিল ও প্রমাণসহ উপস্থাপন করেন এবং কখনও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বাক্যে অনেক বড় গবেষণাকে তুলে ধরেন।

উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পায়ে হেঁটে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন, কুস্তি লড়তেন, নিজের জুতা সেলাই করতেন, নিজের কাপড় তালি দিতেন, কুয়া থেকে পানি তুলতেন, নিজের বকরি দোহন করতেন, নিজের কাপড় থেকে উকুন পরিষ্কার করতেন, নিজের পরিবার ও নিজের সেবা নিজেই করতেন। তিনি সাহাবীদের সাথে মসজিদ নির্মাণে পাথর বহন করতেন, ক্ষুধার তীব্রতায় পেটে পাথর বাঁধতেন, আবার কখনও তৃপ্ত হয়ে খাবার খেতেন। তিনি ঘাড়ের রগ ও পিঠের উপরিভাগে শিঙা (হিজামা) লাগাতেন, অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতেন এবং রোগীদের জন্য দু'আ করতেন।"

এছাড়াও এই কিতাবটি এমন অনেক বিরল তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয়ে সমৃদ্ধ যা প্রতিটি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিদ্যমান। সেই সাথে এতে রয়েছে শরিয়তের হুকুম-আহকামের প্রজ্ঞা ও কারণসমূহ নিয়ে তাঁর অনন্য বিশ্লেষণ ও গবেষণা।

আলেমদের মন্তব্য ও প্রশংসা : ইবনু রজব আল-হানবালি (রাহিমাহুল্লাহ), (মৃ. ৭৯৫) বলেন, "যাদুল মা'আদ" চার খণ্ডের একটি বিশাল ও মহান গ্রন্থ।

হাফেয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ), (৮৫২ মৃ.) বলেন, তাঁর সকল কিতাবই সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।

ইমাম সাখাভী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ৯০২) বলেন, নবীজির আদর্শ (হাদয়ি) বিষয়ক এই কিতাবটির কোনো নজির বা তুলনা নেই।

কিতাবের বিন্যাস ও পদ্ধতি (ترتيبه ومنهجه) : ইমাম ইবনু কাইয়্যিম কিতাবটি শুরু করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণের গুরুত্ব এবং পরকালীন মুক্তির সাথে তাঁর অনুসরণের সম্পর্ক নিয়ে। এরপর তিনি আলোচনা করেছেন :

নবীজি (ﷺ)-এর বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, শৈশব, দুধমাতা, হিজরাত ও তাঁর নামসমূহ।

তাঁর সন্তানাদি, চাচা, স্ত্রীগণ, দাস-দাসী, মুয়াজ্জিন, রক্ষী এবং কবিদের পরিচয়।

নবীজির যুদ্ধবিগ্রহ (গাজওয়াত), তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, বিবাহ, আরোহন ও শয়নপদ্ধতি।

কিতাবের সমাপ্তি ও চিকিৎসা শাস্ত্র : তিনি আরো বর্ণনা করেছেন নবীজি (ﷺ)-এর গবাদি পশু, হাঁটাচলা, বসা, তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, হাসি ও কান্নার বর্ণনা এবং ফিতরাত বা স্বভাবজাত বিষয়সমূহ।

'ইবাদত ও মুয়ামালাত : তিনি 'ইবাদতের অধ্যায়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেমন- ওযূ, নামায, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, কোরবানি, যিক্‌র, দু'আ ও জিহাদ। এরপর তিনি নবীজি (ﷺ)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি (তিব্বে নববী) এবং শেষে বিচার ব্যবস্থা, বিবাহ ও কেনাবেচা সম্পর্কিত নবীজি (ﷺ)-এর আদর্শ বর্ণনা করে কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন।

الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন :

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) : জীবন ও কর্ম

ড. আহমাদুল্লাহ*

[চতুর্থ পর্ব]

গুণাবলী ও চরিত্র : তিনি ছিলেন অতি ভদ্র, নম্র ও মার্জিত মানুষ। মানুষেরা তাঁর নিকট সহসায় যাতায়াত করতো, কথা বলে মজা পেতো। তিনি ছিলেন অত্যান্ত মিষ্ঠভাষী। মাওফিক 'আব্দুল লতিফ বলেন, ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) ছিলেন, সূক্ষ্ম চেহারার অধিকারী, মিষ্টি গুনের অধিকারী, মজাদানকারী ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। তাঁর একেকটি মাজলিসে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটতো।[১] মুয়াফ্ফাক 'আব্দুল লতিফ আরো বলেন, তিনি কোমল মেজাজের অধিকারী, তাঁর ছিল ধারালো স্মৃতিশক্তি, উত্তম পোশাক ব্যবহারকারী, সাদা মনের মানুষ, তুখোর মেধা, চমৎকার উপস্থিত জওয়াব প্রদানের শক্তি ও অশ্লীলমুক্ত মিষ্টি কৌতুককারীর বিরল গুনের অধিকারী।[২] এছাড়াও ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) বিভিন্ন গুনে-গুনান্বিত ছিলেন। তাঁর বিশেষ কয়েকটি দিক নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

(ক) ওয়া'য়িয হিসেবে ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) : ইবনুল জাওযীর সময়কালে ওয়া'য মাহফিলে আলোচনা করা একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয় ছিল।[৩] ইব্নুল জাওযীর শিক্ষক প্রখ্যাত বাগ্মী ইবনুয-যাগূনী তাঁকে বক্তৃতা শিক্ষা দেন যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।[৪] ছোট বেলা থেকেই বক্তৃতা প্রদানের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। সে কারণে তিনি বিশ বছর বা তারও কম বয়স থেকে ওয়া'য করা শুরু করেন।[৫] ইবনুয-যাগূনী ইন্তিকাল করলে বয়সের স্বল্পতার কারণে ইব্নুল জাওযী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে সক্ষম হননি। তবে পরবর্তীকালে তিনি জামি'উল মানসূর-এ ওয়া'য করার অনুমতি লাভ করেন।[৬]

ইবনুল জাওযী ওয়া'য (ধর্মোপদেশ দানে)-এ বিরল কৃতিত্ব ও অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৭] ইবনু কাসীর বলেন, বক্তৃতায় তাঁর বাকরীতি প্রাঞ্জল ও অলংকারিক বাক্য বিন্যাস, ভাষার মাধুর্য্যতা ও লালিত্য, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, সূক্ষ্ম বিষয়কে দ্রুত সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপনা ছিল অতুলনীয় ও অপূর্ব।[৮] তাঁর ওয়া'য-মাহফিলে বাদশাহ, খলীফা, মন্ত্রী ও বড় বড় আলিম, ধনী-গরীবসহ সকল শ্রেণীর মানুষ গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে উপস্থিত হতেন। কখনও কখনও তাঁর মাহফিলে উপস্থিতি সংখ্যা একলক্ষ ছাড়িয়ে যেত।[৯]

ইবনুল জাওযীর বক্তৃতার প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, প্রায় লক্ষাধিক লোক তাঁর হাতে তাওবাহ্ করেছিলেন। আর প্রায় বিশ হাজার বিধর্মী তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১০] তাঁর মর্মস্পর্শী ও আবেদনময়ী বক্তৃতায় কোনো কোনো শ্রোতা বেহুঁশ হয়ে যেত, কেউবা আবেগে জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলত, কেউবা চিৎকার দিয়ে উঠত এবং তাঁদের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হতো।[১১]

ইবনুল জাওযী তাঁর ওয়া'যের মাহফিলে বিদ'আত এবং ইসলামে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজগুলো সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতেন এবং তা বর্জন করার প্রতি আহ্বান জানাতেন। অপরদিকে তিনি সহীহ 'আক্বীদাহ্ ও

---

* *প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী। সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা।*

[১] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

[২] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

[৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ, পৃ. ৩২২।

[৪] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯; *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ২০; *আল-মুতাযাম*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; *আয-যিরিকলী*, *আল-আ'লাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১০।

[৫] *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯।

[৬] *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

[৭] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭০; ইবনুল জাওযী, *নাওয়াসিখুল কুরআন*, পৃ. ৪০; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০৬।

[৮] *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

[৯] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭০; *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯; তারীখে দা'ওয়াত ও *আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০৬।

[১০] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, ৩৭০; *দায়িরাতুল মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

[১১] *তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; *সায়দুল খাতির*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

কুরআন সুন্নাহর বিধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন এবং তা পালন করার প্রতি জনগণকে আহ্বান জানাতেন।[১] তিনি বিদ'আত পন্থীদের কঠোর সমালোচনা করতেন।[২] তিনি তাঁর বক্তৃতায় হাম্বলী মাযহাবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[৩] তাঁর প্রভাবে তৎকালীন খলীফা ও আলীমগণ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল-এর ভক্তে পরিণত হয় এবং তাঁর মাযহাব অনুসরণ শুরু করে।[৪] তিনি ছিলেন নির্ভিক ও অকুতোভয় বক্তা। তাঁর ওয়া'য মাহফিলে শ্রোতাগণ সত্য পথে চলার দিক নির্দেশনা পেতেন। নিম্নে কিছু বিষয়ে তাঁর ওয়ায এর নমুনা তুলে ধরা হলো–

সীমা লঙ্ঘনের পরিণতি : ইবনুল জাওযী তাঁর একটি বক্তৃতায় সীমালঙ্ঘন ও সীমালঙ্ঘনের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে এবং বিগত দিনে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, হে প্রাচুর্য অন্বেষণকারীগণ! শোন, তোমরা কি ইসলামের সীমালঙ্ঘনের পরিণতিকে ভয় করো? ওহে যারা এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে পরকালীন চিরস্থায়ী আবাসস্থলের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ, তোমরা ভুল করছ। সুসজ্জিত পোশাক কি তোমাদেরকে আনন্দ দিচ্ছে? কখনো এটা স্থায়ী আনন্দ নয়, তোমাদেরকে তো সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করানো হবে। একটু ভেবে দেখো, তোমাদের আগে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তারা আজ কোথায়? তোমাদের পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) কোথায়? বিশ্বনেতা মুহাম্মাদ (ﷺ) কোথায়? পূর্ববর্তী জাতির লোকজন আজ কোথায়? পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ আজ কোথায়? যারা এ সমাজে অসামান্য সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল তার আজ কোথায়? যারা সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত অট্টালিকা তৈরি করেছিল তারা কোথায়? যমীন তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾

"আপনি কি তাদের কারো সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াযও শুনতে পান।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা প্রশস্ত অট্টালিকায় কিছুদিন বসবাসের পর এখন সংকীর্ণ কবরে বসবাস করছে। তাদের মূল্যবান বিছানাকে তারা মাটির বিছানায় রূপান্তর করেছে। তাদের পর্থিব সৌন্দর্যগুলো বিপদে পরিণত হয়েছে। তারা সকলে সবকিছু রেখে চলে গেছে। তোমাদেরকেও চলে যেতে হবে। সুতরাং মিছে মায়ায় পরকালের চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলে যেও না।[৬]

খলীফাদেরকে উপদেশ দান : ইবনুল জাওযী তাঁর এক ওয়া'য মাহফিলে উপস্থিত খলীফা আল-মুসতাদী (৫৬৬-৫৭৪ হিজরি)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আমি সত্যকথা বলি, তাহলে আমি আপনার অসন্তুষ্টির আশংকা করছি। আর যদি সত্য কথা না বলে চুপ থাকি, তাহলে আপনার ক্ষতির আশংকা করছি। আমি আমার ক্ষতির চেয়ে আপনার ক্ষতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আপনারা আহলুল বায়ত (নবীর বংশধর) আপনাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে' একথা বলার চেয়ে, আপনি মহান আল্লাহকে ভয় করুন আপনাকে এ কথা বলা অনেক বেশি কল্যাণকর। তিনি 'উমার ইবন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'উমার বলতেন আমার কোনো কর্মচারীর অত্যাচারের কথা আমি জানতে পারলে আমি তাকে পরিবর্তন করি না। কারণ প্রকৃত অর্থে আমি অত্যাচারী আমার অধীনস্থ কেউ অন্যায় করলে তার পুরো দায়ভার আমার ওপরই বর্তায়। তিনি বলেন, মিসরে ফিরআউন অহংকার করতো, নিজের বড়ত্ব দাবি করতো। কিন্তু নীলনদে কি মর্মান্তিকভাবে সে ডুবে মারা গেল। তিনি আরো বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের কথা ভুলে গিয়ে নিজে পেট ভরে খাননি। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দুর্ভিক্ষের বছর পেট চাপিয়ে বলতেন, পেট ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করো না। 'উমার এরকম করতেন যাতে জনগণ বেশি পায়। এরপর খলীফা আল মুসতাদী কেঁদে ফেললেন। মাজলিস থেকে বের হয়ে অনেক অর্থ-সম্পদ দান করে দিলেন, বন্দীদেরকে মুক্তি দিলেন এবং গরীবদেরকে বস্ত্র দান করলেন।[৭]

মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী সংকটাপূর্ণ অবস্থা : মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী সংকটাপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনুল জাওযী বলেন, যদি রাতে কেউ তোমাকে চিৎকার করে ডাকে, তাহলে তুমি তার ডাকে সাড়া দিবে। আর সাড়া না দিলে তুমি কি লজ্জিত হবে না? সাড়া না দেয়ার কারণে যদি কিছু হারিয়ে ফেল তাহলে কি তুমি কাঁদবে না? হে আল্লাহর বান্দাগণ! মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

[১] *তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩।
[২] *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।
[৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩।
[৪] *তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩।
[৫] *সূরাহ্ মারইয়াম*, ১৯/৯৮।
[৬] ইবনুল জাওযী, আল মাওয়াইয ওয়াল মাজালিস, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ ইবরাহীম সানবাল (তানতা : দারুস সাহাবাহ লিতুরাস, ১৯৯০), পৃ. ১০৭-১০৮; ইবনুল জাওযী, পৃ. ১২৩-১২৪।
[৭] *সিয়ারু আ'লামিন*, ২১ শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; *আল-বিদায়াহ্ ওয়া-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯।

হও। কারণ যে কোনো মুহূর্তে আকস্মিকভাবে মৃত্যু এসে উস্থিত হয়ে যাবে। লক্ষ্য করে দেখো, পিতা-মাতা তোমাদেরকে ইয়াতীম করে চলে গেছেন। তোমাদের ভাইয়েরা চলে গেছেন। সুতরাং তোমাদেরকেও সুনিশ্চিতভাবে মিত্যুর সুধা পান করতে হবে। হে লোক সকল! ভেবে দেখো, একটু পানি না হলে পৃথিবীতে তোমাদের আগমন ঘটত না। কোনো প্রশ্ন-উত্তরের প্রয়োজন হত না। পাপ-পূণ্য ও জান্নাত-জাহান্নামের প্রয়োজন হত না। মৃত্যু ও মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং কবরের অন্ধকারেরর মধ্যে এমন শিক্ষা রয়েছে যা জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদেরকে অপরাধ থেকে বিরত রাখে। ওহে! দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন লোক সকল! তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণাহ সম্পর্কে যে আল্লাহ তা'আলা অবগত রয়েছেন তাঁর সম্মুখে যখন দাঁড়াবে তখন তুমি কি জওয়াব দিবে? তিনি তোমার সকল মন্দ কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরবেন। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। সে সময় যদি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন তা হলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। আর যদি পুরোপুরি হিসেব নেন তুমি ক্ষতিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তারপর তিনি দু'আর ভঙ্গিতে বলেন, আল্লাহ! আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো সর্বোত্তম ক্ষমাশীল।[১]

পুনরুত্থান দিবসের বিভীষিকাময় অবস্থার প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে ইব্নুল জাওযী এক মাহফিলে বলেন, ভ্রাতৃবৃন্দ! যে দিন সকলে মহান আল্লাহর দরবারে সমবেত হবে সেদিন সম্পর্কে চিন্তা করো এবং যখন সকলে মহান আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে সে সময়টা স্মরণ করো। নিশ্চয় পুনরুত্থান দিবসে লোকজন আফসোস ও হা-হুতাশ করবে। মহান আল্লাহর দরবারে যখন সকলকে একত্রিত করা হবে তখন ভয়ে মানুষ ব্যাকুল হয়ে যাবে। যখন পুল-সিরাত অতিক্রম করবে তখন লোকজন জাহান্নামে পতিত হবে। যখন পাপ-পূণ্য পরিমাপ করা হবে তখন মানুষ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। নিশ্চয় সেদিন অত্যাচার গভীর অন্ধকারে রূপান্তরিত হবে। নিজ নিজ কর্মলিপি দেখে মানুষের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। বড় আফসোস হবে যখন সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। একদল মানুষ জান্নাতে গিয়ে উঁচু মর্যাদা লাভ করবে এবং একদল জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে। এ কঠিন অবস্থার মাঝে তোমার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অন্তরায় নেই।[২]

ইবনুল জাওযী দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়া এবং হারামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভ্রাতৃবৃন্দ! দুনিয়া হচ্ছে জীবন ধ্বংসকারী বিষ। দুনিয়ার মোহ পরকালের সাফল্যকে ধ্বংস করে দেয়। আত্মা দুনিয়ার ছলনা সম্পর্কে উদাসীন। দুনিয়াতে তুমি কত সময়-সুযোগ ভোগ করছ! পরকালে তুমি এতটুকু সুযোগও পাবে না। হে আদমের সন্তান! তোমার অন্তর হচ্ছে দুর্বল অন্তর। দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভীতিজনক। তোমার দৃষ্টি হচ্ছে বল্গাহীন। তোমার জিহ্বা গুনাহ সংগ্রহ করছে। তোমার শরীর জাহান্নাম অর্জনে লিপ্ত রয়েছে। সময়কে অবহেলা করে কত মানুষের পদস্খলন ঘটেছে।[৩]

এভাবে ইবনুল জাওযী সাবলিল, সুবিন্যাস্ত, শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনার মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষকে দ্বীন পালনে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন। শারী'আত বিমুখ লোকেরা এসব মাহফিল থেকে উপদেশ গ্রহণ করত, অজ্ঞরা জ্ঞান লাভ করত, অপরাধীরা তাওবাহ্ করত, অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করত এবং বিদ্'আতপন্থীরা সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যেত।[৪] ইব্নুল জাওযী বলেন, ৫৬৭ হিজরির রমাযান মাসের প্রথম বুধবার হালাবা নামক স্থানে একটি মাজলিসে আলোচনা করার পর আমার কাছে প্রায় দু'শত বিদ'আতপন্থী লোক তাওবাহ্ করে। আমি তাদের একশত বিশ জনের চুল কেটে দিয়েছিলাম।[৫] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু জুবায়র, ইব্নুল জাওযীর ওয়া'যের মাহফিলে উপস্থিত থাকতেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় ইবনুল জাওযীর ওয়া'যের মাজলিসের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[৬]

(খ) মুফাস্সির হিসেবে ইবনুল জাওযী : ইবনুল জাওযী ছিলেন সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাস্সির। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, ইমাম ইবনুল জাওযী জ্ঞানের সকল

---

[১] *ইব্নুল জাওযী, বুসতানুল ওয়া'ইযীন ওয়া রিয়াদুস্ সামি'ঈন*, সম্পাদনা : মাজদী মুহাম্মাদ আশশাহাবী, (আল মানসূরাহ: মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৭৬।

[২] *ইব্নুল* জাওযী, মাওয়া'ইযু ইব্নিল জাওযী (আল ইয়াকূতাহ), সম্পাদনা : আহমাদ 'আব্দুত্ তাওয়াব (কায়রো : দারুল ফাযীলাহ ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

[৩] ইব্নুল জাওযী, পৃ. ১২৫।

[৪] সিদ্দীক হাসান আল-কানূজী, *আত্ তাজুল মুকাল্লাল*, পরিমার্জনা : ড. আব্দুল হাকীম শরফুদ্দীন (ভারত : আল-মাত্বা'আতুল হিনদিয়্যাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ৬৭।

[৫] আরবী ভাষ্য হলো–

وفى يوم الاربعاء غرة رمضان تكملت فى مجلسى بالحلبة فتاب على يدى نحو من مائتى رجل وقطعت شعور مائة وعشرين منهم.

দ্র. আল-মুনতাযাম, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬।

[৬] *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ১২৬।

বিভাগের পণ্ডিত ছিলেন এবং তাফসীর জগতে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।[১]

ইবনুল জাওযীই প্রথম ব্যক্তি যিনি ওয়া'যের মাহফিলসমূহে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করেন।[২] এ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওযী বলেন, ৫৭০ হিজরির ১৭ জমাদিউল উলা শনিবার মাহফিলে আমার কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত হয়। গোটা কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমি প্রতিটি মাহফিলে কুরআনের আয়াত ধারাবাহিকভাবে তাফসীর করতাম। যেদিন গোটা কুরআনের তাফসীর সম্পূর্ণ হয় সেদিন আমি বক্তৃতার মঞ্চেই মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদাহ্ করি। তিনি আরো বলেন, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে কোনো বক্তা মাহফিলে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করেছেন বলে আমার জানা নেই।[৩]

ইবনুল জাওযী অনেকগুলো মৌলিক তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে "আল-মুগনী" তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তাফসীর গ্রন্থ। এটি মূলত ৮১ খণ্ডের এক বিশাল তাফসীর। তার নিজেরটিসহ বিদ্যমান তাফসীরগুলো হয়ত এত দীর্ঘ যে, আয়ত্ব করা কঠিন অথবা এত সংক্ষেপ যে, মৌলিক বক্তব্য ও বাদ পড়ে গেছে। তাই তিনি উভয় দিক বিবেচনায় রেখে পরবর্তীতে তিনি গ্রন্থটিকে ছোট করে ৪ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। তখন তিনি এর নাম দেন "যাদুল মাসীর"। এতে তিনি প্রধানতঃ রাসূলের হাদীসকে অনুসরণ করেন। তাতে সমাধান পাওয়া না গেলে 'আলী, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, 'উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-এর ন্যায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বড় বড় জ্ঞানী সাহাবাদের বর্ণনা কে অনুসরণ করেন। তাতেও সমাধান না মিললে সা'ঈদ ইবনু জুবায়র, ইকরামা ইবনু আবূ রিবাহ, আবুল আলিয়া ও আল-হাসান আল-বসরী (রাহিমাহুল্লা-হু)-এর মত প্রখ্যাত তাবি'ঈনের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'ইলমুল কিরা'আতের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ক্বারীদের কিরাআতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফিক্হী মাস'আলার ক্ষেত্রে সাহাবা তাবি'ঈ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মতামতকে প্রধান্য দিয়েছেন। ইব্নুল জাওযী ইবনু জারীর এর তাফসীর গ্রন্থ থেকে নকল করেন। সুক্ষ্ম বিষয়াদিতে ইব্ন কুতাইবার 'মুশাকিলুল কুরআন' ও 'গরীবুল কুরআনের' সহযোগীতা গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হু) আল-ফাররা রচিত 'আয্-যুযাজ' ও 'আল-হুজ্জাত' গ্রন্থদ্বয়ের সহায়তা ও গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত মুফাস্সির আবূ 'উবাইদার 'মুজামুল কুরআনের' সাহায্যও এক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেন[৪]। এ তাফসীর গ্রন্থটি ছাড়াও ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হু) অতি দীর্ঘ ও অতি সংক্ষেপ আরো কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থ যথাক্রমে 'তাইসীরুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন', ফুনূনুল আফনান ফী উয়ূনিল 'উলূমিল কুরআন, 'উমদাতুর রাসিখ ফী মা'রিফাতিল মানসূখ ওয়ান নাসিখ ও 'তাযকিরতুন ফি তাফসীরিল গরীব' রচনা করেন।

(গ) মুহাদ্দিস হিসেবে ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হু) : ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হু) একজন জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি এগারো বছর বয়স থেকেই হাদীস লিখা শুরু করেন।[৫] আবূ মুহাম্মদ আদ-দুবায়সী বলেন, আমি যখন ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হু)-এর নিকট হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞান সমাপ্ত করি তখন তিনি তাঁর মাসানীদ, আসমাউর রিজাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিতাব লিখা সমাপ্ত করেছিলেন।[৬] ইবনুস সা'য়ী বলেন, তিনি অনেক ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তার নিকট থেকে অনেক ছাত্র হাদীস বর্ণনা করেন, তার কিতাব থেকে উপকার লাভ করতেন, তিনি হাদীস বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে জামি'উল মাসানীদ, হাদায়ীক, নাফা আন-নকল, জারাহ ওয়াত তাদীল, আল-আহকামুল কাবীর ও আত-তা'লীকু আলাস-সুনানিল কুবরা লিল-বায়হাকী উল্লেখযোগ্য।[৭] ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন,

كان مبرزًا في التفسير، وفي الوعظ، وفي التاريخ، ومتوسطًا في المذهب، وفي الحديث، اطلاع تام على متونه، وأما الكلام على صحيحة وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين، ولا نقد الحفاظ المبرزين.

'তিনি তাফসীর, ইতিহাস, বক্তৃতার ক্ষেত্রে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাদীস ও মাযহাবের মধ্যে সমন্বয়কারী, হাদীসের মতন সম্পর্কে

---

[১] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪৭।

[২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

[৩] মূল আরবী :

وفى يوم السبت سابع عشر جمادى الولى إنتهى تفسيرى للقران فى المجلس على المنبر فإنى كنت اذكر فى كل مجلس منه ايات من أول لاحتمة على الترتيب الى ان تم فسجدت على المنبر سجدة الشكر و قلت ما عرفت ان واعظا فسر القران كله فى مجلس الوعظ منذ نزل القران.

দ্রষ্টব্য : *আল-মুনতাযাম*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫২২।

[৪] ইবনুল জাওযী, *সৈয়দ হাশেম আল-গাযুলী* (দিমাশক : দারুল করম, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[৫] আল-মুনতাযিম, ৭ খণ্ড, পৃ. ১৮২।

[৬] *যায়লু 'আলা ত্বাবাকাতিল হানাবিলা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮।

[৭] *আল-জামিউল মুখতাসির লি-ইবনিস সা'য়ী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।

পরিপূর্ণ অবহিত ছিলেন। তার সহীহ ও দূর্বলতার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের যেমন কোনো আগ্রহ নেই, তেমনি দক্ষ হাফিযগণের সমালোচনা নেই'।[১] ইবনু খাল্লিকান (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন,

كان علاّمة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. صنف في فنون عديدة، وكتبه أكثر من أن تعدّ.

'তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম, হাদীসের ইমাম, গঠনমূলক যাদুকরী সমালোচক, বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা এবং অসংখ্য লেখনী যার জীবনে সজ্জিভূত।[২] 'আব্দুল আযীয সাইয়্যিদ হাশিম আল-গায্যাওয়ালী বলেন, তিনি হাফিয, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, তিনি অল্প বয়সে মুসনাদে আহমাদ, জামি'উত তিরমিযি, তারীখুল খতীব, সহীহুল বুখারী- সহীহ মুসলিমসহ বড় বড় হাদীসের গ্রন্থ মুখস্ত করেন।[৩]

(ঘ) ফকীহ হিসেবে ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-র) : আবূ মা'তূক মাহফুয ইবন মা'তূক ইবন আল-বুযূরী বলেন, ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-র) তাঁর মাযহাবে ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম।[৪] ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-র) সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহদের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। ইব্নুয যাগূনী, আবূ বক্র আদ-দীনওয়ারী এবং কাযী আবি ই'য়ালা ছিলেন তাঁর অন্যতম ফকীহ শিক্ষক।[৫] ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন,

كان متوسطًا في المذهب.

'তিনি মাযহাবের ব্যাপারে মধ্যমপন্থী ছিলেন।'[৬]

'আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রাহিমাহুল্লা-র) বলেন,

الإمام أبو الفرج ابن الجوزى البغدادى الحنبلى الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة، التفسير و الحديث، والفقه، والوعظ وغير ذلك.

'ইমাম আবুল ফারায ইব্নুল জাওযী আল-বাগদাদী আল-হাম্বলী ওয়া'ঈয ছিলেন একাধারে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, বিভিন্ন বিষয় যেমন তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ্, ওয়া'য়িযের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন।'[৭]

(ঙ) ঐতিহাসিক হিসেবে ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-র) : ঐতিহাসিক হিসেবে ইব্নুল জাওযীর অবদান চির স্মরণীয় ও বরনীয় আছে। তিনি খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের প্রথম সারীর একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তাঁর (اَلْمُنْتَظِم فِي التَّارِيْخ الْمُلُوْك وَالأمم) : আল-"মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম" এটি ইতিহাস বিষয়ক বিশ খণ্ডের এক বিশাল বিশ্বকোষ। গ্রন্থটির ভূমিকাতে ইতিহাসের গুরুত্ব, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের অনুসৃত নীতি, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে। আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত নবীগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। মুহাম্মাদ (ﷺ), খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবে-তাবি'ঈ, উমাইয়্যা ও 'আব্বাসীয় শাসনামলে ৫৭৪ হিজরি সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ব্যক্তির জীবনীসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[৮]

'তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসরি ফি 'উয়ূনিত তারীখ ওয়াস সিয়ার' সাতশত পৃষ্ঠার এক বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমে মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস অর্থাৎ- আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে নবী-রাসূল এমনকি শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি নবী করীম (ﷺ)-এর বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ, সমকালীন অবস্থা, সাহাবী, তাবে'ঈ, তাদের স্তর, হাফিযে কুরআন ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।[৯]

নবী-রাসূলদের জীবনী নিয়ে তার আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো– 'আল ওয়াফা ফি ফাযায়িলিল মুস্তফা'। সফওয়াতুস্-সাফ্ওয়াহ (صفوَة الصّفوَة) : এটি আবূ নু'আয়ম আল-ইস্পাহানী (রাহিমাহুল্লা-র) ইতিহাস বিষয়ক রচিত 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তকরণ। এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনী এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী, তাবি'ঈ ও পরবর্তীকালের আলিমগণের জীবনী ও উক্তিসমূহ ক্রমানুসারে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম ও তাঁর জীবনী নিয়ে মাওলূদুন্ নবী (ﷺ) (مَوْلِدُ النَّبِيِّ صَلَّى), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লা-র)-এর মানাকীব ও জীবন চরিত নিয়ে মানাকিবু আহমাদ বিন হাম্বল (مَنَاقِبُ أَحْمَد بن حَنْبَل) এবং হাসান আল-বাসীর (রাহিমাহুল্লা-র)-কে নিয়ে মানাকিবু হাসান আল-বাসরী (مَنَاقِبُ الحَسَن اَلْبَصْرِيْ) গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১০] *[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]*

---

[১] *ত্বাবাকাতুল মুফসসিরীন লিস সয়ূতী*, পৃ. ১৭; *আন-নুজুমুয-যাহিরাহ্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৭।
[২] *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২১।
[৩] *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ১৩৯।
[৪] *ফাতহুল মুগীস*, পৃ. ১০৭।
[৫] *কিতাবুল মায্'আত মিনাল আহাদীসিল মারফূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।
[৬] *ত্বাবাকাতুল মুফসসিরীন লিস সয়ূতী*, পৃ. ১৭; *আন-নুজুম-আয-যাহিরাহ্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৭।
[৭] 'আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *ত্বাবাকাতুল মুফাস্সিরীন* (কাহিরাহ্ : মাকতাবাতু ওয়াহ্বাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৬১।
[৮] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৩১-১৩২।
[৯] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৩৫-১৩৬।
[১০] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

الشريعةوالأحكام / বিধি-বিধান :

সিয়াম ভঙ্গের কাফফারা ও শাস্তি

আবু তাহসীন মুহাম্মদ

রমাযানের সিয়াম ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই সিয়ামের স্থান। রমাযান মাসে সিয়াম রাখা প্রত্যেক সুস্থ, মুকিম (আবাসে অবস্থানকারী/সফরকারী নয়) প্রাপ্ত বয়স্ক ও সক্ষম ব্যক্তির উপর ফর্‌য। শরীয়ত অনুমোদিত ওজর ছাড়া (যেমন- অসুস্থতা, সফর, ক্ষুধা-পিপাসায় প্রাণনাশ বা অঙ্গহানির আশংকা ইত্যাদি) সিয়াম ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ ও কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেউ যদি শরীয়ত নির্দেশিত কারণ ছাড়া সিয়াম ভঙ্গ করে তাহলে তার কাফফারা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো ধ্বংস হয়ে গেছি।

রাসূল (ﷺ) বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করল?

সে বলল, আমি সিয়াম থাকাবস্থায় স্ত্রীসংগম করেছি।

তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি একটি গোলাম মুক্ত করতে পারবে? সে বলল, না।

রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কি একসাথে দু'মাস সিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না।

তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে?

সে বলল, না।

রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি বস।

লোকটি বসে রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এক (বড়) ঝুড়িভর্তি খেজুর আসলো। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে দান-খয়রাত করে দাও।

সে বলল, আমার চেয়ে দরিদ্র মদীনার পাথরময় দু'প্রান্তের মাঝে আর কোনো লোক নেই।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, (তার কথায়) রাসূল (ﷺ) হেসে দিলেন, এমনকি তার চোয়ালের দাঁত দেখা গেলো। তিনি বললেন, এগুলো নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে খাওয়াও।[১৫৪]

হাদীসে বিনা কারণে সিয়াম ভঙ্গের ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আবূ উমামাহ্ বাহিলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

بينَا أنَا نَائِمٌ إذْ أَتَانِي رَجُلانِ فأخَذَا بضَبْعِي- أي : عَضُدِي- فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا لِي : اصْعَدْ، فقلت : إني لا أُطِيْقُه، فقَالَ : إنا سَنُسَهِّلُه لك، فَصَعَدتُ حتى إذا كُنتُ في سَواءِ الجَبَل إذا أنا بِأصْواتٍ شدِيْدَةٍ،فَقُلْتُ : مَا هَذهِ الأَصْواتُ؟ قَالَوا : هَذا عِوى أَهْلِ النّارِ، ثمّ انْطُلِقَ بي فَإِذا أَنا بِقَومٍ مُعَلّقِين بِعَرَاقِيبِهِم، مُشَقّقَةٍ أَشْدَاقُهُم تَسِيلُ أشْداقُهُم دَماً، قَالَ : قُلتُ : مَن هَؤُلاءِ؟ قَالَ : هؤُلاءِ الّذين يُفطِرُون قَبلَ تَحِلّة صَوْمِهِم.

"আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। সহসা দু'জন লোক এসে আমার বাহু ধরে আমাকেসহ তারা এক দুর্গম পাহাড়ে গমন করল। তারা আমাকে বলল, পাহাড়ে উঠো। আমি বললাম, এ পাহাড়ে উঠা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তারা বলল, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। যাহোক আমি ওপরে উঠতে শুরু করলাম। যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলাম তখন বিকট আওয়াজের সম্মুখীন হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এগুলো জাহান্নামীদের আর্তনাদ। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে রওনা করার পর আমি এমন লোকদের সম্মুখীন হলাম, যাদেরকে হাঁটুতে বেধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ক্ষতবিক্ষত। সেখান থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা হলো সেসব লোক যারা সিয়াম পূর্ণ করার আগে ভেঙ্গে ফেলত।"[১৫৫]

---

[১৫৪] *সুনান আত্ তিরমিযী (তাহকীককৃত)- হা. ৭২৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৬৭১।*

[১৫৫] *নাসায়ী ফিল কুবরা- হা. ৩২৮৬; তাবরানি ফিল কাবির- হা. ৭৬৬৭, শাইখ আলাবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্য : সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ৩৯৫১।*

تاريخ / ইতিহাস :

ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য : ইতিহাসের একটি অপরিহার্য পাঠ

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

ইতিহাস একটি চলমান শাস্ত্র। উৎসাহিত হওয়ার অব্যর্থ বটিকা এই শাস্ত্রটি। ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া কোনো ব্যক্তি তার জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। খ্যাতিমান জনৈক ইতিহাসবিদের ভাষায়– ইতিহাস শুধু অতীতই নয়; বর্তমানের দলিলও বটে।

অতি সম্প্রতি জানা যায়, আমাদের প্রতিবেশি একটি রাষ্ট্র পাঠ্য পুস্তক থেকে মুঘল 'আমল বাদ দিয়েছে। ইতিহাস যেখানে ধারাবাহিক একটি শাস্ত্র সেখানে কীভাবে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছরের শাসনকে বাদ দেয়া হয়েছে। আক্ষেপ করে খ্যাতনামা ভারত ইতিহাস বিশারদ রেমিলা আপার এটিকে পরিস্কার ননসেন্স (বাজে ব্যাপার) বলেছেন।

বস্তুতঃ ইতিহাস একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা টুকরো টুকরো করে শেখানো যায় না। ফেরালা সাহিত্য উৎসবে অনলাইন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপার সোস্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় ইতিহাসের উত্থান থেকে শুরু করে নারীবাদী ইতিহাসের গুরুত্ব এবং বিদ্যমান জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার কেন্দ্রিয় ভূমিকা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ইতিহাস যেখানে মানুষ এবং সংস্কৃতির আচরণের এবং চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতির বিবর্তনের কথা বলে সেখানে খণ্ডিত উপায়ে তা কখনই পেশ করা যায় না। জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতায় দ্বন্দ্বপতন শাস্ত্রের পাঠকে অপূর্ণাঙ্গ করে তোলে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসন শুধু একটি অনবদ্য ও স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেনি, এ যুগের শাসনকার্যের দক্ষতার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অতুলনীয় উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা লাভ করে। তদানীন্তনকালে মুঘল 'আমলের স্থাপনা শুধু চিত্তাকর্ষকই নয় মানুষের সংস্কৃতি, রুচিতা ও সমৃদ্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইতিহাসের বিকৃতি রচিব পরিচয় বহন করে ওই স্থাপনায় হিন্দুত্ব ভাবনা সন্নিবেশ করে। সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা গবেষনা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এন.সি.ই.আর.টি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষা বর্ষের জন্য তাদের ৭ম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ পুস্তক সংশোধন করেছে। শুধু মুঘলই নয় ঐতিহ্যবাহি ও তদানীন্তন যামানার শীর্ষস্থানীয় কীর্তির অধিকারী মুলতানিদের অধ্যায়গুলো সরিয়ে দিয়েছে।

অবিভক্ত ভারতে অবস্থিত অন্ততঃ ১৮টি বিখ্যাত স্থাপনার নাম মুঘলদের ইতিহাসকে অপ্রতিদ্বন্দী করে তুলেছে। সেগুলোর মধ্যে– আগ্রার তাজমহল, দিল্লির লাল কেল্লা, আগ্রা দুর্গ, হুমায়ুনের সমাধি, জামে মসজিদ, দিল্লি, ফতেপুর সিক্রি, বুলন্দ দরওয়াজা, ইতিমাদ দৌলার সমাধি, আকবরের সমাধি, শালিমারবাগ, লালবাগ কেল্লা, সাত গম্বুজ মসজিদ, হোসেনি দালান, বাদশাহী মসজিদ ও লাহোর দুর্গ অন্যতম। অধূনা মোদী সরকার এ সকল স্থাপনার নাম পরিবর্তন কিংবা নির্মানাধীন জায়গায় হিন্দুত্বের যোগসূত্র খুঁজতে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা আবিস্কার করেছেন– তাজ মহল না-কি তেজে মঘল যা মন্দির। এর জমিও না-কি হিন্দু মহারাজার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

হেথায় আর্য, হে থায় অনার্য,

হে থার্য দাড়ি চিন

শব-হন-দল-চা পান-মোঘল

এক দেহে হলো লীন।

অর্থাৎ- এদেশের মাটি ও বায়ুর সীমাহীন ঔদার্য সকলকে একান্ত আপন করে নিয়েছে। উল্লিখিত স্থাপনাসমূহে পারস্য-ইসলামী রীতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠলেও হিন্দু রীতির প্রভাব তো ছিলই। স্থানীয় হিন্দু শিল্প ও নির্মাণরীতির সঙ্গে মিলে মিশে এক স্বতন্ত্র "ইন্দোমুঘল" ধারায় রূপ নেয়। নির্মাণশেলিতে ছত্রি, ঝরোকা, শুশোভিত মণ্ডপ, খোলা প্রান্তগণ –এসবই রাজপূত ও হিন্দু মন্দিরের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। আগ্রা দুর্গ ও

* **প্রফেসর ও পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদগুলোতে রাজপূত শৈলীর ছাত্র ও খোদাই করা স্তম্ভ আমাদের চমৎকৃত করে।

অলংকরণের ক্ষেত্রেও আমরা হিন্দু প্রভাব সুষ্টই দেখতে পাই। পুষ্পলতা, পদ্মফুল, লতাপাতার নক্শা মূলতঃ হিন্দু-বৌদ্ধধারা সঞ্জাত, তাজ মহলের মার্বেল খোদাইয়ে পদ্ম ও লতার নক্শা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মুঘল স্থাপনাসমূহে প্রতীক ও নকশায় ভারতীয় ঐতিহ্য পরিদৃষ্ট হয়। গম্বুজের চূড়ায় পদ্মাকৃতি অলংকরণ ও সূর্য, ফুল, জ্যামিতিক নকশার সঙ্গে ভারতীয় মোটিফের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মজার বিষয় হলো মুঘল স্থাপত্য কোনো একক ধর্মীয় শিলা নয়; বরং এটি পারস্য, মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় রীতির সমন্বয়ে গঠিত একটি সমন্বিত শিল্পধারা। অথচ আশ্চর্য রকমভাবে ওই সমন্বিত ধারার মূলে কুঠারাঘাত করে পৃথক করতে চাইছে গেরুয়াবাদী হিন্দুরা।

অধূনা বা রানসির জ্ঞানবাপি মসজিদ ও সপ্তাশ্চর্যের তাজমহল নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে হিন্দুরা তারা দাবি করছেন জ্ঞানবাপি মসজিদটি প্রাচীন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের উপর নির্মিত। তারা আরো বলছেন, মসজিদের ভিতরে ও আশেপাশে শিবলিঙ্গসহ হিন্দুধর্মী নিদর্শন আছে।

জ্ঞানবাপি মসজিদ ভারতের উত্তর প্রদেশের বারানসী (কাশী) শহরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থাপনা। ১৬৬৯ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে এটি নির্মিত হয়। সাধারণ একটি মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্ঝঞ্ঝাট জমির আবশ্যকতা ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত। মহানবী (ﷺ) যখন মদিনা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেটি রীতিমতো ক্রয় করে নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। অন্যের জমির জবরদস্তি করে সংগ্রহ করা কিংবা সরকারি জমি অনুমতি ছাড়া মসিজদ নির্মাণ দুই-ই ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামের অন্যতম গুণ হলো পরধর্ম মতে সহিষ্ণুতা। মহানবী (ﷺ)-এর যামানাতে ভিন্নধর্মাবলম্বীতা অনায়াসে নিজ নিজ ধর্মচালন করতেন। সেখানে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে হিন্দু মন্দিরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করবেন –এটি কল্পনাতীত বিষয়। অথচ সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন আপাদমস্তক মুসলমান ও পরধর্মের প্রতি দারুণরকম সহনশীল, তাঁর সময় বিনির্মাণসমূহ স্থাপনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কখনও কোনো মন্দির ভাঙ্গেননি। কিংবা মন্দিরের ইতিহাসের আলোকে এমন কোনো তথ্যও আমাদের জানা নেই। তাঁর সময়ে নির্মিত দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, মথুরা, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে বহু মন্দির আজও বিদ্যমান।

উপরন্তু বেনারসের গভর্নরের নিকট তাঁর প্রেরিত ফরমানে আমরা জানতে পারি যে, তিনি বৈধ উপায়ে নির্মিত মন্দির বিনষ্ট না করার নির্দেশ দেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ভারত বর্ষ পরিভ্রমনে এসে সম্রাটের সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় পেয়ে সাতিশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, "Every one is free to serve and worship God in his own way." অনুরূপ অভিমত ঐতিহাসিক শর্মাও পোষন করেন। তিনি লেখেন– আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। সম্রাট আকবরের 'সুলহ-ই-কুল' নীতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের পথকে প্রশস্ত করে। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কিংবা তার পূর্বসুরী ও উত্তরসূরীরা কোনো মন্দির ভেঙ্গে যেমন মসজিদ নির্মাণ করেননি, তেমনি মন্দির ধ্বংসের নির্দেশও দেননি।

মুঘল আমলে শিক্ষা শাসনে নবতরধারা সূচিত হয়। অজস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা, মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাদের সবিশেষ অবদান লক্ষ্য করা যায়। কুরআন, হাদীস ও ফিক্হের পাশাপাশি গণিত জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, চিকিৎসা ও ইতিহাসশাস্ত্র ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়। মহান সম্রাট, আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময় শিক্ষাবিদকে রাজ দরবারে সম্মানিত করেন। সম্রাট আকবরের নবরত্ন আবুল ফজল, ফেজি, বীরবল, টোডরমল, মানসিংহ, তানসেন, আব্দুর রহিম খান-ই-খানান, ফকির আজিওয়াদ্বীন ও মোল্লা দো-পিয়াজা প্রমুখের নাম অর্জিত ইতিহাসবিদদের আলোড়িত করে।

শিক্ষা, শাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুঘলদের অবদান উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাদের সুসংগঠিত প্রশাসন, জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সমন্বয়মুলক সংস্কৃতি আজও দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ ও ঐতিহ্যে গভীর প্রভাব রেখে চলেছে। প্রায় সোয়াতিনশত বছরের সমৃদ্ধি একটি শাসনকালকে পাঠপুস্তক থেকে বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাসের অঙ্গচ্ছেদন কীভাবে সম্ভব তা আজও ইতিহাস মনস্ক মানুষদের নিকট বোধগম্য নয়।

حياة الاغتراب / প্রবাস জীবন :

প্রবাস জীবনে বই হোক আলোর দিশারি

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম*

জীবিকার তাগিদে কিংবা উন্নত জীবনের আশায় আজ অসংখ্য মানুষ প্রবাসে পাড়ি জমাচ্ছেন। কিন্তু ভিনদেশের মাটিতে পা রাখার পর অনেক প্রবাসীকেই পড়তে হয় কঠিন ও জটিল বাস্তবতার মুখে। পরিবার ও অভিভাবকের সরাসরি তত্ত্বাবধানের অভাব, দেশীয় সামাজিক পরিবেশের বিচ্ছিন্নতা এবং সর্বোপরি স্থানীয় আইন-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা–এই সবকিছু মিলিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে আইন ভঙ্গ করেন, আবার কেউ কুসঙ্গের প্রভাবে জড়িয়ে পড়েন অপকর্মে। এর কুফল ভোগ করে শুধু ব্যক্তি নয়; ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরিবার, আর ক্ষতি হয় প্রবাসে নিজ দেশের সম্মান ও ভাবমর্যাদা।

প্রবাস জীবন মূলত সংগ্রামের জীবন। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও একাকিত্ব অনেক সময় মানুষকে মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অসাধু চক্র কিংবা কুসঙ্গ অনেককে ভুল পথে টেনে নিয়ে যায়। অথচ এমন সংকটময় সময়ে যদি একজন প্রবাসী সঠিক দিকনির্দেশনা ও সুস্থ মানসিক চর্চার পথ বেছে নিতে পারেন, তবে বিপথগামিতা অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। এখানেই বই হয়ে উঠতে পারে প্রবাসীর নীরব অথচ বিশ্বস্ত সঙ্গী।

বই মানুষকে শুধু জ্ঞানই দেয় না; দেয় সচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক শক্তি। আইন, সংস্কৃতি কিংবা ইতিহাসভিত্তিক বই ভিনদেশের সমাজব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। সাহিত্য, গল্প ও কবিতা একাকিত্ব লাঘব করে মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়, যা মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষামূলক বই সৎ পথে চলার অনুপ্রেরণা জোগায় এবং বিবেককে জাগ্রত রাখে।

বই পাঠের অভ্যাস একজন প্রবাসীর চিন্তাধারাকে পরিশীলিত করে এবং তাঁকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একজন সচেতন ও শিক্ষিত প্রবাসী শুধু নিজেকে রক্ষা করেন না; তাঁর আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশের ইতিবাচক ভাব-মর্যাদাও তুলে ধরেন। ফলে প্রবাসে দেশের সুনাম অটুট থাকে।

বই পড়া কখনোই বিলাসিতা নয়; বরং একটি অপরিহার্য অভ্যাস হওয়া উচিত। প্রবাসী সংগঠন, দূতাবাস ও কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে পাঠাগার স্থাপন এবং পাঠচক্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এতে প্রবাসীরা যেমন আলোকিত হবেন, তেমনি সমাজও হবে আরো সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ।

বই! ছোট্ট একটি শব্দ, অথচ এর ভেতরে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের বিশাল জগত। মুদ্রিত কাগজের পাতায় হোক কিংবা ডিজিটালের আলোকছায়ায়–বই সর্বদা মানুষের জীবনে আলো ছড়ায়। প্রবাস জীবনের একাকিত্বে এটি হয়ে ওঠে নীরব সঙ্গী, ক্লান্ত দিনের শেষে শান্তি ও আনন্দের আশ্রয়।

বই কেবল বিনোদনের উৎস নয়; এটি আত্মার পুষ্টি সাধন করে এবং চিন্তার বিকাশ ঘটায়। মানুষকে করে সভ্য, প্রজ্ঞাবান ও গভীর উপলব্ধির অধিকারী। বইয়ের মাধ্যমে আমরা অন্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি, বহু জীবনের পথচলা এক জীবনে অনুভব করতে পারি। এ কারণেই বইকে বলা হয়েছে– মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

বই পড়ার ক্ষেত্রে দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা যেতে পারে। তাঁর অনবদ্য উক্তি–

Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested; that is, some books are to be read only in parts; others to be read, but not curiously; and some few are to be read wholly, and with diligence and attention.

'কিছু বই পড়তে হয় স্বাদ নেওয়ার জন্য, কিছু বই গিলে ফেলার জন্য এবং কিছু বই চিবিয়ে খেয়ে হজম করার জন্য। অর্থাৎ- কিছু বইয়ের অংশবিশেষ পড়লেই হয়। কিছু বই অতটা কৌতুহল নিয়ে না পড়লেও চলে। তবে কিছু বই পুরোটা পড়তে হয় মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে।'

বেকনের এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সব বই এক রকম নয়– কিছু বই বিনোদন দেয়, কিছু ক্ষণিকের প্রেরণা জোগায়, আবার কিছু বই আত্মার গভীরে আলো জ্বেলে জীবনকে নতুন অর্থ দেয়।

প্রবাস জীবনের নানাবিধ ঝুঁকি ও বিভ্রান্তির ভিড়ে তাই বই হোক আমাদের নিত্যসঙ্গী। বই অন্ধকারে দিশা দেখাবে, একাকিত্বে আলো জ্বালাবে এবং আত্মমর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায় শক্তি জোগাবে। কাগজের সুবাসে হোক কিংবা ডিজিটালের আলোয় –বই থাকুক আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে।

* লেখক : কাতার প্রবাসী। অনুবাদক ও গবেষক।

قصيدة / কবিতা

মহাকালের বিচার

ডা. সুলতান আহমাদ*

মানুষ মানুষের তরে
জীবন বিলিয়ে দাও ধরার 'পরে।
নাই ক্ষতি, ক্ষতি নাই বাড়বে যশ
মানব সেবাই আসবেনা ধ্বস।

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন উসুয়াতুন হাসানা
তাঁকেই মানো, কোনো ঝঞ্জাল থাকবে না।
ইয়াতীম অসহায়ের সর্বোত্তম আশ্রয়
অন্ধকার যুগেও যুল্‌মবাজ পায়নি প্রশ্রয়।

লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ অমানুষের কাজ
লোভে পাপ, পাপে ধ্বংস, তবু নাই লাজ
মানবরূপী শয়তান, শত্রুতে ভরা
নাই কল্যান, শুধু অকল্যাণেই তারা।

দাও সেবা, দাও অধিকার, কর পরোপকার
মহান আল্লাহ দেখছেন তিনি, করবেন উদ্ধার
হককুল্লাহ্ হককুল ইবাদ আছে যার অন্তরে
নাইশঙ্কা, আছে মুক্তি, মহাকালের বিচারে।

মূর্তি-প্রতিমূর্তি

এম. এ মোমেন

আদম-নূহের মাঝামাঝি সময়ে
এসেছিল যে সকল মহাপুরুষ
নাম ছিল তাদের-
ওয়াদ্দা, সোয়া, ইয়াগুস্।
ইয়াউক, নসরেক তাদেরি মতো
এ ধরায় এসেছিল ভালো মানুষ যত।

তাদেরি মৃত্যুর পরে
মানুষরূপী একদল শয়তান
তাদের প্রতিমূর্তি গড়ে
উপাসনালয়ে করেছিল স্থাপন।
শ্রষ্টাকে তারা গিয়েছিল ভুলে
শয়তান তাদের হয়েছিল আপন।

আজকে আবার সে শয়তানেরই
নতুন এক ফন্দি।
অফিস-আদালতে জাতীয় নেতাদের ছবি
কাঠের ফ্রেমেতে বন্দি।

ইট-বালু-সিমেন্টে দিয়ে সৃজিয়াছে শহীদ মিনার
২১ ফেব্রুয়ারী, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর-
উপাসনা হয় তার।

মহাসড়কের বাঁকে- চৌরাস্তার মোড়ে-
স্থাপত্য শিল্পের নতুন কৃত্তি।
পাথর কিংবা ইটের শুরকি,
চুন কিংবা সিমেন্ট দিয়ে
গড়ে তুলছে- দেশ বিজেতা,
যুদ্ধে নিহত কোনো সেনা নায়ক,
অথবা বিজয়ী কোনো সৈনিকের প্রতিমূর্তি।

ক্যাম্পাসের সম্মুখে- মেইন ফটকের দু'পাশে-
পার্ক-উদ্যানে কিংবা অন্য কোনো স্থানে-
যারা মূর্তি তৈরি করে।
সভা-সেমিনার কিংবা
অন্য কোনো অনুষ্ঠানে-
ভক্তি ভরে এদের স্মরণ করে।

তাদের জানা উচিৎ
এদের ধ্বংসীবার তরে
নবী-রাসূল এসেছিল এ ধরার 'পরে।
তাদের অবহেলা করি
যারা আজও ঐ মূর্তিকে রয়েছে ধরি।
সব থাকলেও তাদের ঈমান নেই
এক কানা কড়ি।

তারা মুসলিম নয়, মুশরিক।
অথবা হতে পারে-
ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু
কিংবা ঐ শয়তানেরই উত্তরসূরী।

আল্লাহ মহান

আ. হামিদ

লক্ষ্য কোটি মুক্তা দানা
কে জড়ালো ঘাসে
শিশির কণা তুলে ফনা
রোদ ছুয়ালে হাসে।

কে বা দিলো গগন গায়ে
কত লক্ষ তারা
বেড়া ডিঙায় উঁকি মারে
ঝরে জোছনা ধারা।

কে বা দিলো ঝর্ণা সে তো
আঁকা বাঁকা পথ
পাহাড় পেরেক কে গড়িলো
কার আছে হিম্মত?

নদীর বুকে তরী দিলো
জোয়ার ভাটার গান
সব গড়িলো স্রষ্টা মোদের
এক আল্লাহ মহান।

---

*সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়ত। সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটি।

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

ঢাকায় "আল্লামা কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র জীবন ও কর্ম" শীর্ষক সেমিনার ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ২১ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন মিলনায়তনে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন ও চিন্তাবিদ "আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র জীবন ও কর্ম" শীর্ষক সেমিনার এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি শামীম আহাম্মেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আতের মাননীয় আমীর ও ছাত্রসমাজের মূল যিম্মাদার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন। প্রধান আলোচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসা দারুস সুন্নাহ এর সিনিয়র মুহাদ্দিস শাইখ জাহিদ হাসান মাদানী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি শাইখ তানযীল আহমেদ, বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্র সমাজের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজাউল করিম ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি তৌহিদ বিন তোফাজ্জল হক, সিনিয়র সভাপতি জাকারিয়া হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান ও সাপ্তাহিক আরাফাতের সহকারি সম্পাদক শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ। আরো উপস্থিত ছিলেন– বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত এর মুহতারাম নায়েবে আমীর শাইখ হাফিয আব্দস সামাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি শাইখ এস এম আব্দুল লতিফ, শাইখ হাযিফ আব্দুল আহাদ মাদানীসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী ও ওলামায়ে কেরাম।

সেমিনারে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র জীবনদর্শন, সাহিত্য সাধনা এবং এ উপমহাদেশে বিশুদ্ধ দীনের দা'ওয়াত প্রচারে তাঁর অনন্য অবদান নিয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সংগঠনের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ বিন আব্দুস সালাম।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, আল্লামা কাফী আল-কোরায়শী ছিলেন একাধারে একজন প্রখ্যাত আলেম, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি তাঁর লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে সমাজে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা আজও প্রজন্মের জন্য পাথেয়। বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজকে তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের সেমিনার ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

মাহে রমাযানে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ বিশেষ বিগত ৫ রমাযান, ২৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার, সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি কে. এম আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের উপস্থাপনায় এবং জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুস সালামের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঝিনাইদহ আহলে হাদীস জামে মসজিদে এক "ইসলামী সেমিনার, ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নূরুল আবসার। এছাড়া জেলা, এলাকা ও শাখা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। সেমিনারে "জমঈয়তের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা" বিষয় শীর্ষক গবেষনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শাইখ নূরুল আবসার "সহীহ 'আক্বিদাহ্ বনাম ভ্রান্ত 'আক্বিদাহ্ এবং তার পরিণতি" বিষয়ক দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন। তারপর ইফতার বিতরণ ও দু'আর মাধ্যমে দীর্ঘ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তের ২য় কাউন্সিল অধিবেশন ও ইফতার মাহফিল

নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে ২য় কাউন্সিল অধিবেশন ও ইফতার মাহফিল-২০২৬ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর চাষাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি হাফেয মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হুসাইন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নুরুল আবসার এবং জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাইখ মুহাম্মদ তাকী উদ্দিন।

এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ মহানগরের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান এবং সহ-সভাপতি শাইখ ক্বারী সরোয়ার হোসেন।

উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে (২০২৬ থেকে ২০২৯) সেশনের জন্য নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের নবনির্বাচিত সভাপতি হিসেবে হাফেয মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান এবং সেক্রেটারি হিসেবে শাইখ মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে রমাযান উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল ২০২৬ গত ১লা মার্চ, রবিবার জেলা মডেল মসজিদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি ডা. সুলতান আহমদ।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মো. আব্দুল খালেক রহমানী।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মো. এনামুল হক ও সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আকবর আলী।

أخبار الشبان / শুব্বান সংবাদ

কেন্দ্রীয় শুব্বানের ইফতার মাহফিল ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি-২০২৬, শনিবার, বাদ 'আসর জমঈয়ত ভবনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় "কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল ও সুধী সমাবেশ"।

অনুষ্ঠানটি সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ-এর সঞ্চালনায় এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফেয হাবিবুর রহমান-এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন। তিনি রমাযানের তাৎপর্য, তাক্বওয়া অর্জন এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রধান আলোচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা প্রফেসর ড. লোকমান হোসেন। তিনি যুব সমাজকে আদর্শিক ও নৈতিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম, যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ ড. মোজাফফর বিন মুহসিন, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জুলফিকার আলী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি জনাব রেজাউল ইসলাম, ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. ইবরাহিম বিন আব্দুল হালিম মাদানী, মাদারিস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ এহসানুল্লাহ, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক, সহকারী দাওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, দফতর ব্যবস্থাপনা সেক্রেটারি চৌধুরী মমিনুল ইসলামসহ অনেকে। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনের চলমান কার্যক্রম, দা'ওয়াতি তৎপরতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয় এবং পরবর্তীতে উপস্থিত অতিথিদের সম্মানে ইফতার পরিবেশন করা হয়।

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***বিভিন্ন দিবসে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়ও শহীদ মিনারের বেধীতে ফুল দেওয়া হয়। অনেকে আবার এটাকে 'শির্ক' বলেন। আমার জিজ্ঞাসা, শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার বিধান কী? তা কি শির্ক? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : মুসলিম মৃত্যু বরণ করলে তার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তথাকথিত স্মৃতি স্তম্ভ ও শহীদ মিনার নির্মাণ করা, তাতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা অমুসলিমদের সংস্কৃতি– যা অমুসলিম সংস্কৃতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিমরা অবলীলা ক্রমে তাদের অন্ধ অনুকরণ বশতঃ পালন করে থাকে। ইসলামের সাথে এগুলোর দূরতম কোনো সম্পর্ক নাই।

অথচ ইসলামে অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ-চাই তা 'ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক অথবা আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি বা কৃষ্টি-কালচারের ক্ষেত্রে হোক। কেননা হাদীসে এসেছে–

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে।" *(সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছেদ, হা. ৪০৩১, হাসান সহীহ)*

এছাড়াও হাদীসে প্রিয় নবী (ﷺ) কিয়ামতের পূর্বে অনেক মুসলিম ইহুদি-খ্রিষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে বলে ভবিষ্যতবাণী করেছেন– বর্তমানে যার বাস্তব প্রতিফলন আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

আর শহিদ মিনার বা স্মৃতি স্তম্ভে ফুল দেয়া সরাসরি শির্ক না হলেও তা শির্কের দিকে ধাবিত হওয়ার মাধ্যম। কাফিরদের অন্ধ অনুকরণ তো বটেই। সব দিক থেকেই তা পালন করা হারাম। (আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন)

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমরা জানি খাদ্যদ্রব্য দিয়েও ফিতরা দেওয়া যায়। ঈদের দিন অনেক গরীব মানুষ তাদের পরিবারেও পোলাও গোশ্ত রান্না করে। আমি জানতে চাই, তাদেরকে পোলাও এর চাল, গোশ্ত, তেল, মাছ বা মশলা এগুলো কি ফিতরা হিসেবে দেয়া যাবে? দেয়া গেলে এগুলো কী পরিমাণে দিতে হবে?***

আনিসুর রহমান মুন্সী
ইসলামপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

জবাব : অধিক বিশুদ্ধ মতে, দেশের প্রচলিত প্রধান খাদ্যদ্রব্য (যেমন- আমাদের দেশে চাল)। তাই চাল দ্বারা ফিতরা আদায় করা সুন্নাত। এছাড়া অন্য কিছু, যেমন- মাছ, মাংস, সবজি, ডাল, চিনি, মসলা, সেমাই, গুড়াদুধ, টাকা, জামা-কাপড় ইত্যাদি-দ্বারা ফিতরা দেয়া সুন্নাতসম্মত নয়। অনেক আলেমের মতে, এগুলো দ্বারা ফিতরা আদায় হবে না। (যদিও আমাদের দেশে টাকা দিয়ে ফিতরা দেয়ার ফাতাওয়া প্রচলিত রয়েছে।) চাল দ্বারা ফিতরা আদায়ের পর উপরোক্ত বস্তুগুলো দান হিসেবে দেয়া যেতে পারে।

পাশাপাশি সম্ভব হলে তাদেরকে আলাদাভাবে কিছু অর্থ দান করবেন সাধারণ সাদাক্বাহ্ হিসেবে; ফিতরা হিসেবে নয়। অথবা টাকা দিয়ে সম্পদের যাকাত দিবেন। যেন তারা টাকা দ্বারা খাদ্য ছাড়া তাদের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আমরা ইদানিং চাঁদাবাজিদের ব্যপারে অনেক কথা শুনছি। আমার জিজ্ঞাসা, কুরআন ও হাদীসে চাঁদাবাজিদের বিষয়ে কোনো বিধান আছে কি? থাকলে বিস্তারিত জানাবেন।***

আব্দুল মাজেদ
মেরী গাছা, নাটোর।

জবাব : বর্তমানে চাঁদাবাজি আমাদের সমাজের একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ এই চাঁদাবাজি। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি এবং ফৌজদারি অপরাধ যা নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার জন্য হুমকীস্বরূপ। ব্যক্তিগত ক্ষতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অরাজকতা ও দুর্নীতি –সবকিছুর নেপথ্যে চাঁদাবাজির প্রভাব স্পষ্ট।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***তারাবীহর নামাযে প্রতি চার রাকআত পর– "সুবহানা যিল মুলকি..." মর্মে যে দু'আটি পড়া হয় তা কি সহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আব্দুল মালেক ফরাজী
কাপাসিয়া, গাজিপুর।

জবাব : অনেক মসজিদে দেখা যায়, তারাবীহ নামাযের প্রতি চার রাকআত শেষে মুসল্লিগণ উঁচু আওয়াজে 'সুবহানা

যিল মুলকে ওয়াল মালাকূতে...” দু‘আটি পাঠ করে থাকে। এভাবে নিয়ম করে এই দু‘আ পাঠ করা বিদআত। অনুরূপভাবে এ সময় অন্য কোনো দু‘আ এক সাথে উঁচু আওয়াজে পাঠ করাও বিদআত। কারণ, এ ব্যাপারে নবী (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ হাদীস নেই; বরং নামায শেষে যে সকল দু‘আ ও যিক্র সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পাঠ করা সুন্নাত। যেমন- তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ”, একবার আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়ামিন্কাস সালাম, তাবারাক্তা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকারাম” ইত্যাদি। এ দু‘আগুলো প্রত্যেকেই চুপি স্বরে নিজে নিজে পাঠ করার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বিদআত থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী ‘ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***রমাযান মাসে রাতে বেশি বেশি নফল ‘ইবাদত করা উত্তম। এখন আমি যদি তারাবীহ পড়ার পর ভোর রাতে আবার তাহাজ্জুদ পড়তে চাই তাহলে কি ঠিক হবে? ঠিক হলে কিভাবে পড়ব দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন।***

বিলকিস বেগম
খিলগাঁও, ঢাকা।

জবাব : রমাযান মাসে অধিক পরিমাণে কিয়ামুল লাইল বা রাতের নফল সালাত আদায় করা অত্যন্ত ফযীলাত পূর্ণ কাজ। রাসূল (ﷺ) বলেন :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমাযানে কিয়ামুল লাইল বা রাতের নফল সালাত আদায় করবে তার পূর্বের সমস্ত (ছোট) গুনাহ মোচন হয়ে যাবে।” *(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)*

এই রাতের নফল সালাত যেমন রাতের প্রথমাংশে (‘ইশার সালাতের পর) পড়া যায় তেমনি রাতের শেষাংশেও পড়া যায়। যদি কেউ প্রথমাংশে পড়ে তাহলে তাকে ‘তারাবীহ’ বলে আর যারা শেষাংশে পড়ে তাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসটি দেখুন : ‘আব্দুর রাহমান ইবনু ‘আব্দুল কাদের বলেন : রমাযানের এক রাতে আমি ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সাথে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, লোকজন বিচ্ছিন্নভাবে (নফল) নামায পড়ছে। কেউ একাকি নামায আদায় করছে। কেউ বা কয়েকজনকে নিয়ে জামা‘আত করছে। এ অবস্থা দেখে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, “এ সমস্ত লোককে একজন ক্বারীর পেছনে নামায পড়ার জন্য একত্রিত করা হলে তা হবে অতি উত্তম।”

অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং উবাই ইবনু কা‘ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র পেছনে নামায পড়ার জন্য লোকজনকে একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

এরপর আরেক রাতে তাঁর সাথে বের হলাম। এ সময় লোকজন উক্ত ক্বারীর পেছনে জামা‘আতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করছিলেন। এটা দেখে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : “এ নতুন পদ্ধতিটি কত চমৎকার! যারা এখন ঘুমাচ্ছে (কিন্তু শেষ রাতে আদায় করবে) তারা এখন যারা পড়ছে তাদের চেয়ে উত্তম। এ সময় মানুষ প্রথম রাতেই কিয়ামুল লাইল করত।” *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ইতিকাফ; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : ইতিকাফ)*

উক্ত হাদীসে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উক্তি “যারা এখন ঘুমাচ্ছে (কিন্তু শেষ রাতে আদায় করবে) তারা এখন যারা পড়ছে তাদের চেয়ে উত্তম” থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, প্রথম রাতের ও শেষ রাতের সালাত (অর্থাৎ- তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ) একই সালাত।

মোটকথা, আপনি কিয়ামুল্লাইল (রাতের নফল সালাত) আপনার সুবিধা অনুযায়ী রাতের প্রথমাংশে, মধ্যাংশে বা শেষাংশে তা পড়তে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে প্রথম রাতে কিছু আবার শেষ রাতে কিছু পড়তে পারেন। ইচ্ছা করলে সারারাত ধরেও পড়তে পারেন। এটা আপনার ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***আমরা জানি, সিয়াম পালনকারীগণ যে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন তার নাম রাইয়ান। রাইয়ান শব্দের অর্থ কি? এটা জানার আমার খুব আগ্রহ। জানিয়ে বাধিত করবেন।***

মরিয়ম বেগম
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জবাব : রাইয়ান শব্দটি আরবি ري থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ হলো চূড়ান্ত তৃপ্তি সহকারে পান করা, পিপাসা নিবারিত হওয়া, পানি সিঞ্চন করা ইত্যাদি।

সিয়াম পালনকারীগণ রইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

“জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম বলা হয় ‘রইয়ান’, কিয়ামতের দিন ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল সিয়াম পালনকারীগণ। সেখান দিয়ে তারা ব্যতীত আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, সিয়াম

পালনকারীগণ কোথায়? তখন তারা উঠে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। যখন তাদের প্রবেশ করবে তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। *(বুখারী ও সহীহ মুসলিম)*

সিয়াম পালনকারীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর সুস্বাদু পানীয় পান করবে, যার ফলে কোনোদিন তারা তৃষ্ণার্ত হবে না। ইবনু খুযাইমা উপরোক্ত হাদীসে আরো একটু বর্ধিত বর্ণনা দিয়েছেন। তা হলো–

مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

"যে প্রবেশ করবে (সে পান করবে এবং যে পান করবে) সে আর কোনোদিন তৃষ্ণার্ত হবে না।"

সিয়াম পালনকারীর জন্য জান্নাতের দরজা রাইয়ান নামকরণের তাৎপর্যও তাই।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***বিতর নামায শেষে কি কোনো দু'আ আছে? থাকলে কোন দু'আ কত বার পাঠ করতে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *সৈয়দ জোনায়েদ*
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : বিতর সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ (আমি অতি পবিত্র বাদশাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) এই তাসবীহটি পড়া সুন্নাত। তৃতীয়বারে একটু আওয়াজ উঁচু করতে হয়। এটি রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নত। *(মুসনাদে আহমাদ; সুনান আবূ দাউদ; ত্বয়ালুসী ও মুসান্নাফ ইবনু আবী শয়বা; মুসনাদে আহমাদ- সনদ সহীহ, ইবনুল মুলাক্কিন, শাইখ আলবানী প্রমূখ)*

উক্ত দু'আ পড়তে ভুলে গেলে– তবে কেউ যদি ভুলবশতঃ এই দু'আটি না পড়ে অথবা এর পরিবর্তে তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ (অন্যান্য নামাযের শেষে যেভাবে পাঠ করা হয়) বা অন্য কোনো দু'আ পড়ে ফেলে তাহলে তাতে গুনাহ হবে না ইন্ শা-আল্লাহ। তবে আগামীতে খেয়াল করে উপরোক্ত সুন্নতী দু'আটি পাঠ করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***ব্যবহৃত সোনার গহনার কি যাকাত দিতে হবে? সোনার গহনার যাকাত কী পরিমাণে আর কিভাবে দিতে হয় বিস্তারিত জানাবেন প্লিজ?*** *শাহিনুর আক্তার*
শীলমান্দি, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

জবাব : ব্যবহৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারের যাকাত দিতে হয় কিনা এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত অনুসারে ব্যবহৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারের যাকাত দিতে হবে, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। *(দেখুন, শারহুল মুম'তি- ৬/২৭৬)*

রূপা সাড়ে ৫২ ভরি কিংবা স্বর্ণ সাড়ে ৭ ভরি অথবা স্বর্ণ বা রূপার যেকোনো একটির নিসাবের মূল্য পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বা ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলা হয়। উল্লেখ্য যে, যাকে তোলা বলে জুয়েলারদের পরিভাষায় একে ভরি বলা হয়। আর ১ ভরি = ১১.৬৬১ গ্রাম প্রায়। তাই সাড়ে ৫২ ভরি রূপা = ৬১২.২৫ গ্রাম এবং সাড়ে সাত ভরি = ৮৭.৪৫ গ্রাম প্রায়।

কোনো ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ তাঁর মালিকানায় স্থায়ী থাকে এবং চন্দ্র মাসের হিসাবের এক বৎসর তার মালিকানায় স্থায়ী থাকে তাহলে তাঁর উপর এ সম্পদ থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (শতকরা আড়াই টাকা) যাকাত রূপে প্রদান করা ফর্‌য। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৮৪, অধ্যায় : 'যাকাত')*

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***তারাবির সালাত জামা'আতে আদায় করা অধিক উত্তম নাকি একাকী আদায় করা অধিক উত্তম? জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *জহিরুল ইসলাম*
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

জবাব : তারাবির সালাত একাকী আদায় করা যেমন শরিয়তসম্মত তেমনি জামা'আতে আদায় করাও শরিয়তসম্মত। তবে একাকী আদায় করার চেয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করা অধিক উত্তম। কারণ, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পর থেকে বাকি তিন খলিফা সবাই নিয়মিত জামা'আতের সাথেই তারাবিহর সালাত আদায় করেছেন। মাওসুআতুল ফিকহিয়াহ (২৭/১৩৮)-তে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَقَدْ وَاظَبَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ مِنْ زَمَنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ جَمَاعَةً، وَكَانَ عُمَرُ (رضي الله عنه) هُوَ الَّذِيْ جَمَعَ النَّاسَ فِيْهَا عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ.

"খুলাফায়ে রাশিদিন এবং মুসলিমগণ, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময়কাল থেকে নিয়মিতভাবে তারাবীহর নামায জামা'আতে আদায় করতেন। আর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি মানুষকে এক ইমামের পেছনে একত্রিত করেছিলেন।" শাইখ আলবানী বলেন,

تشرع الجماعة في قيام رمضان، بل هي أفضل من الانفراد، لإقامة النبي (ﷺ) لها بنفسه، وبيانه لفضلها بقوله.

وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان، فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرهما. وقد

زالت هذه الخشية بوفاته (ﷺ) بعد أن أكمل الله الشريعة، وبذلك زال المعلول، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان، وبقي الحكم السابق، وهو مشروعية الجماعة، ولذلك أحياها عمر (رضي الله عنه) كما في "صحيح البخاري" وغيره.

"রমাযানের কিয়ামের (তারাবীহ নামায) জন্য জামা'আত শরিয়ত সম্মত; বরং এটি একাকী নামায আদায়ের তুলনায় উত্তম। কারণ নবী (ﷺ) নিজে তা জামা'আতে আদায় করেছেন এবং এর ফযীলাত বর্ণনা করে বলেছেন।

কিন্তু নবী (ﷺ) রমাযানের বাকি দিনগুলোতে তাদের (সাহাবিদের) সঙ্গে কিয়াম (তারাবিহ) নামায আদায় করেননি এই আশঙ্কায় যে, রমাযানের কিয়ামুল্লাইল (রাতের নামায) তাদের ওপর ফর্‌য হয়ে যাবে, যা তারা পালন করতে অক্ষম হবে। যেমনটি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র হাদীসে উল্লেখ আছে, যা বুখারী এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

তবে এই আশঙ্কা নবী (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পর শেষ হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা শরিয়ত সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। ফলে যে কারণের জন্য রমাযানে জামা'আত ত্যাগ করা হয়েছিল, তা আর বিদ্যমান নেই। পূর্ববর্তী বিধান অর্থাৎ- রমাযানের কিয়ামে (তারাবীতে) জামা'আতের শরিয়তসম্মত হওয়া বহাল থাকে।

এই কারণে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এটি পূনর্জীবিত করেন, যেমনটি সহীহুল বুখারী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।"

জিজ্ঞাসা (১০) : ***বিধর্মী দেশগুলোতে আমাদের যে সকল প্রবাসী মুসলিমগণ বসবাস করেন তাদের কেউ কেউ বিধর্মীদের কালচার ফলো করে। তারা নানা ধরণের গান-বাজনা, বেহায়াপনা পূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এখন তারা যদি আমাকে তাদের এ সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য দা'ওয়াত দেয় তাহলে কি আমার সেখানে যাওয়া উচিৎ যদি আমি গানবাজনা, ছবি তোলা বা হারাম কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ না করি?***

উল্লেখ্য যে, পরিস্থিতির কারণে তাদের থেকে দূরে থাকাও সম্ভব নয়। আবার অংশ গ্রহণ না করলেও তাদের নানা ক্রিটিসাইজ মূলক কথা শুনতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমি কিভাবে পরিস্থিতিটা হ্যান্ডল করতে পারি দয়া করে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

মিজানুর রহমান
কুয়েত প্রবাসী।

জবাব : যে সব অনুষ্ঠানে নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এবং অন্যান্য পাপাচার সংঘটিত হয় সেখানে মহান আল্লাহকে ভয়কারী এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিকামী কোনো ঈমানদারের যাওয়া উচিৎ নয়। শরীয়তসম্মত কারণ ও দা'ওয়াতী স্বার্থ ছাড়া তাদের সাথে উঠবস করা হলে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়, যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।" *(সূরা আল-আন'আম : ৬৮)*

হাসান (রাযিয়াল্লাহু-হু) বলেন :

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم.

"প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে উঠবস করো না, তাদের সাথে বিতর্ক করো না এবং তাদের কথা শুনিও না।"

সত্যিকার অর্থে বর্তমান সমাজে বিশেষ করে অমুসলিম দেশে অথবা যে সকল মুসলিম দেশে ইসলামী বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা হয় না সে সব স্থানে ইসলাম অনুযায়ী চলতে হলে স্রোতের বিপরীতে পথ চলতে হয়। অবশ্য কেউ যদি সত্যিকারভাবে ইসলাম অনুযায়ী চলতে চায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য চলা সহজ করে দেন।

আপনি যদি প্রবৃত্তির অনুসারীদেরকে খুশি রাখতে গিয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি কুড়ান তাহলে এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী আছে?

তাই বলব, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আপনি ওই সকল পাপাচার মূলক অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন, এগুলোর প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করুন, এ ক্ষেত্রে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করুন এবং মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য চান তাহলে দেখবেন এক সময় তারাও আপনাকে আর তাদের এসব অনুষ্ঠানে আহ্বান করবে না।

তবে তাদের অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগদান করুন, নিজেও তাদেরকে দা'ওয়াত দিন, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকুন, খোঁজ-খবর নিন, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করুন এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করুন। সেই সাথে যথাসাধ্য তাদেরকে সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলা এবং গান-বাজনা, বেপর্দা চলাফেরা, ফ্রি মিক্সিং, এলকোহল গ্রহণ ও পাপাচার ইত্যাদি থেকে দূরে রাখতে দা'ওয়াতি কাজ করার চেষ্টা করুন।

নিজে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করুন, বিভিন্ন ইসলামী প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করুন এবং তাদেরও অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করুন। তাহলে ইন্ শা-আল্লাহ নিজে যেমন অন্যায় ও পাপাচার থেকে রক্ষা পাবেন তেমনি অন্যদেরকেও ইসলামের রাস্তায় দা'ওয়াত দেয়ার কারণে বিশাল সওয়াবের অধিকারী হবেন ইন্ শা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দানকারী।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***আমি জানতে চাই একটি নেক 'আমলের ওসিলায় কি বিভিন্ন প্রয়োজনে বার বার মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা যাবে?*** *ইব্রাহীম*
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : মহান আল্লাহর নিকট একটি 'আমলের ওসিলায় বিভিন্ন প্রয়োজনে বারবার দু'আ করা জায়িয রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ সুমহান দয়ালু ও দাতা।

উল্লেখ্য যে, ওসিলা অর্থ মাধ্যম। অর্থাৎ- দু'আ কবুল ও মহান আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার মাধ্যম। **বৈধ ওসিলা তিনটি**। যথা- **১)** মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ওসিলায় মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা। **২)** নিজের সৎ কর্মের ওসিলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা। **৩)** কোনো জীবিত উপস্থিত সৎ লোকের দু'আর ওসিলা দিয়ে দু'আ করা।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***ওযুধ খাওয়া সময় আমরা সাধারণত "আল্লাহ শাফী, আল্লাহ কাফী, আল্লাহ মাফী" বলি। এটি কি জায়িয? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *ওয়ালিউল্লাহ্*
কাজিয়াতল, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

জবাব : ঈমানদারের কর্তব্য, যে কোনো 'আমলের পূর্বে তা বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। দলিল বহির্ভূত, মনগড়া, ভিত্তিহীন, সমাজে প্রচলিত, লোকমুখে শোনা, মুরুব্বীদের থেকে শেখা ইত্যাদি 'আমল করলে তা হবে গোমরাহি ও ধ্বংসের কারণ। সুতরাং আমাদের জীবনের ছোট-বড় সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুসন্ধান করা অপরিহার্য।

আমাদের সমাজে কিছু মানুষ বলে থাকে যে, ওষুধ সেবনের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ পড়লে ওষুধের কার্যকারিতা হারিয়ে যায় বা রোগ বেড়ে যায়! তাই বিস্‌মিল্লা-হ বলা ঠিক নয়! (নাউযুবিল্লাহ) এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ও মূর্খতা সুলভ বিশ্বাস; বরং সঠিক কথা হলো, বিস্‌মিল্লা-হ বলে ওষুধ সেবন করলে দ্রুত আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ রোগ-ব্যাধিতে মহান আল্লাহই সুস্থতা দানকারী। আর ওষুধ তাঁরই দেয়া নিয়ামত। সুতরাং তার নাম নিয়ে ওষুধ সেবন করলে দ্রুত সুস্থতা বা আরোগ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, বিস্‌মিল্লা-হ মূলতঃ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তি এবং বরকত লাভের দু'আ। অথচ দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে দীনের সঠিক জ্ঞান বঞ্চিত অনেক মানুষকে ঔষধ সেবনের পূর্বে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলতে শোনা যায়–

আল্লাহ শাফী (আরোগ্য দান কারি), আল্লাহ কাফী (আল্লাহ যথেষ্ট), আল্লাহ মাফী (এ শব্দটি মূলতঃ মুআফি শব্দের অপভ্রংশ) (আল্লাহ সুস্থতা দানকারী)। কিন্তু সব কথাবার্তা বলার বিষয়টি কোনো হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি; বরং তা মানুষের মনগড়া ও ভিত্তিহীন।

সুতরাং আমাদের কতর্ব্য, ঔষধ সেবনের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লা-হ' (আল্লাহর নামে শুরু) পাঠ করা এবং এ ছাড়া অন্যান্য সকল বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা পরিত্যাগ করা। –আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দানকারী।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***'সেহেরি' সঠিক হবে না-কি 'সাহারী'? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।*** *মুস্তাকিম আহমেদ*
ছোট কাঁটারা, ঢাকা।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً».

"তোমরা সাহুর (সেহেরি) করো, কারণ সাহুরে (সেহেরিতে) বরকত রয়েছে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৪৫/১০৯৫)*

উক্ত হাদীসে ভোর রাতের খাবার বুঝাতে 'সাহুর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় তা 'সেহরি' ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ- সেহেরি শব্দটি এখন বাংলা। এটাই যুগে যুগে বাংলা সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস, পুঁথি-কবিতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং সর্বস্তরের মানুষের নিকট সুপরিচিত।

আর বাংলা ব্যাকরণের দৃষ্টিতে বিদেশী কোনো শব্দ যখন বাংলা ভাষায় 'আত্তীকরণ' হয় তখন সেটাকে পরিবর্তন করা ভাষা বিকৃতির শামিল। যেমন- ইংরেজিতে Table (টেবল) কিন্তু সেটা বাংলায় টেবিল। Apple (এ্যাপল) বাংলায় আপেল। এমন বহু বিদেশী শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে। এখন কোনো অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এসে যদি বাংলায় কথা বলার সময় টেবিলকে 'টেবল' আর আপেলকে 'এ্যাপল' বলা শুরু করে তাহলে তা নিঃসন্দেহে হাস্যকর ও ভাষা বিকৃতির শামিল বলে গণ্য হবে।

সে কারণে প্রচলিত 'সেহরি' শব্দকে ভুল আখ্যা দিয়ে 'সাহরি; বলা অনুচিত বলে মনে করি। কারণ সেহরি শব্দটি বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ বাংলা। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে

ভোররাতের খাওয়া বুঝাতে হাদীসে ‘সাহুর; শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; সাহরি নয়।

সুতরাং কেউ হুবহু হাদীসের শব্দ ব্যবহার করতে চাইলে ‘সাহুর’ শব্দটি ব্যবহার করতে পারে; সেহেরি বা সাহরি কোনোটাই নয়।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***আমরা জানি, রমাযানে সিয়াম অবস্থায় দু‘আ কবুল হয়। প্রশ্ন হলো– সিয়াম ছাড়া সন্ধ্যার পরও কি রমাযান মাসে দু‘আ কবুল হয়?***

আব্দুল হাকীম
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : রমাযান মাসের প্রতিটি মুহূর্তই বরকতময়। কেউ যদি তাওবার শর্তাবলী (গুনাহ ছেড়ে দেওয়া, অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প) ঠিক রেখে তাওবাহ্ করে। তবে আল্লাহ তা‘আলা তা কবুল করবেন বলে আশা করা যায় –চাই তা রমাযান হোক বা অন্য মাসে হোক, রমাযানের দিনে হোক বা রাতে হোক।

তবে শর্ত হলো– যেসব কারণে দু‘আ প্রত্যাখ্যাত হয় সেগুলো থেকে মুক্ত থাকতে হবে। যেমন- হারাম উপার্জন ও খাদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ, দু‘আর মধ্যে তাড়াহুড়ো না করা, উদাসীন মনে দু‘আ না করা ইত্যাদি।

তবে রমাযানে সিয়াম অবস্থায় দু‘আ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অনুরূপভাবে যেহেতু রাতের শেষাংশে দু‘আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই রমাযানেও যদি কেউ শেষ রাতে (সেহরির সময়) মহান আল্লাহর নিকট দু‘আ করে তাহলে তার দু‘আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আশা করা যায় ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***“যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে তাকে গাফেল বা অবহেলাকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে না।” –এ হাদীসটা কি সহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

হালিমা আক্তার
তুলাগাওঁ, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

জবাব : হ্যাঁ, এই মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَن قَرَأَ عَشرَ آيَاتٍ فِي لَيلَةٍ لَم يُكتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ.

“যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে তাকে গাফেলদের (অবহেলাকারীদের) মধ্যে গণ্য করা হবে না।” *(মুস্তাদরাকে হাকেম- ১/৭৪২, তিনি বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম [রাহিমাহুল্লাহ]’র শর্ত মোতাবেক সহীহ কিন্তু তারা তাদের গ্রন্থদ্বয়ে এটি উল্লেখ করেননি। ইমাম আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ] এ হাদীসটিকে ‘সহীহ তারগীব ওয়াত্ তারহীব’ কিতাবে সহীহ বলেছেন, ২/৮১)*

জিজ্ঞাসা (১৬) : ***ইসলামের দৃষ্টিতে ফিদিয়া গ্রহণকারী ব্যক্তির রমাযানের সিয়াম রাখার বিধান কী অর্থাৎ- তাকে কী নিজের ফরয সিয়ামের নিয়তের সাথে ফিদিয়া আদায়কৃত ব্যক্তির ফরয সিয়ামের নিয়তও করতে হবে?***

আব্দুর রউফ
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

জবাব : সিয়ামের ফিদিয়া বলতে বোঝায় –এমন বয়োবৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তি যার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তার সিয়ামের পরিবর্তে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী গরিব-অসহায় মানুষকে খাবার দেওয়া বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা। ফিদিয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

“যাদের জন্য সিয়াম রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তাদের পরিবর্তে ফিদিয়া হলো একজন মিসকিনকে খাবার দান করা।” *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৮৪)*

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, ফিদিয়া গ্রহণকারী ব্যক্তিকে কি দাতার পক্ষ থেকে তার সিয়ামগুলো রাখতে হবে? উত্তরে বলব, না। ফিদিয়া গ্রহণকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের ফরয সিয়ামের নিয়তই করবে। অন্য কারো পক্ষ থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করার কারণে দাতার সিয়ামের দায়িত্ব তার ওপর বর্তায় না। অর্থাৎ- ফিদিয়া গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে, সে এর বিনিময়ে দাতার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করবে।

মূলত ফিদিয়া হলো, দাতার পক্ষ থেকে সিয়াম রাখতে না পারার কারণে দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করা। এ কারণেই ফিদিয়া দানকারী ব্যক্তি রমাযানের পরেও তার ফিদিয়া আদায় করতে পারেন; রমাযান মাসেই তা আদায় করা জরুরি নয়। আল্লাহু আলাম।

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***আমাদের দেশে ফকির-মিসকিনরা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বলে ভিক্ষা চায়। এটা কতটুকু শরিয়তসম্মত? জানতে চাই।***

ইবরাহীম খলিল,
পাবনা।

জবাব : ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ অর্থ : “আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই; মুহাম্মদ (ﷺ) মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত।”

“লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ” –এমন একটি বাণী যার মধ্যে বিবৃত হয়েছে, মানুষ ও জিন্ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। এটি ইসলামের মূল কথা। এটি কালিমাতুত তাওহীদ বা একত্ববাদের বাণী।

ভিক্ষার জন্য ইসলামে এই কালিমার আবির্ভাব ঘটেনি; বরং এটি এসেছে, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র পৃথিবীর পরিবর্তনের জন্য। এর মর্মবাণী বাস্তবায়িত হওয়া ও না হওয়ার উপরই নির্ভর করছে মানব জাতির সাফল্য ও ব্যর্থতা, জান্নাত ও জাহান্নাম।

অথচ অজ্ঞতাবশতঃ এক শ্রেণির মূর্খ মানুষ এটিকে ভিক্ষার মাধ্যম বানিয়ে ছেড়েছে! এরা এই মহান কালিমার মাধ্যমে

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়, মানুষের কাছে হাতপাতে! যা খুবই দুর্ভাগ্য ও লজ্জাজনক।

এভাবে তাওহীদের এই মহান বাণী দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তি করা নাজায়িয। কারণ এতে কালিমার মানহানি হয়, মানুষের নিকট এটিকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা হয় এবং নষ্ট হয় এর ভাবগাম্ভীর্যতা ।

অবশ্য কাউকে যদি সত্যিই নিদারুণ আর্থিক সংকটে পড়ে অনন্যোপায় হয়ে ভিক্ষার আশ্রয় নিতে হয় তাহলে সে বলতে পারে, 'মহান আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে দান করুন' 'দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন' বা এ জাতীয় ভাষা। কিন্তু উক্ত কালিমাতুত তাওহীদকে ভিক্ষার মাধ্যম বানানো কোনোভাবেই উচিৎ নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***মেয়েরা কী বোরকা পরে মুখ ঢেকে ফেসবুকে ছবি দিতে পারবে? বিস্তারিত জানতে চাই।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : 'ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলে মেয়েদের পরিপূর্ণ হিজাব পরিধান করা (মুখমণ্ডল ঢাকা) ছবি দেয়া নাজায়িয না হলেও অনুচিত। কারণ তা নিষ্প্রয়োজন এবং উপকার হীন। কেননা প্রোফাইলে ছবি দেয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় পরিচিতি তাহলে তো এভাবে সম্পূর্ণ ঢাকা ছবি দেয়ায় সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় না। সুতরাং তা না দেয়াই ভালো।

আর স্যোশাল মিডিয়ায় মহিলাদের হিজাব পরা অথচ চেহারা খোলা ছবি ব্যবহার করা হারাম। কারণ তা তার নিজের জন্য যেমন ফিতনার কারণ তেমনি অন্যের জন্যও ফিতনার কারণ।

তাছাড়া খারাপ লোকেরা নানা অ্যাপ বা সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে মেয়েদের চেহারা খোলা ছবি নানা খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং তার নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থেও এ থেকে বিরত থাকা জরুরি। আল্লাহু আলাম।

জিজ্ঞাসা (১৯) : ***যদি বাইরের কোনো পুরুষ মানুষ না থাকে তাহলে মহিলারা বাড়িতে একাকী সালাত আদায় করার সময় অথবা সালাতের বাইরে কিছুটা আওয়াজ উঁচু করে কিরাআত পাঠ করতে পারবে কি?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : হ্যাঁ, মহিলারা সালাতের মধ্যে (যেমন- মাগরিব ও 'ইশার প্রথম দু'রাকআত ও ফজরের দু'রাকআত, রাতের তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি জেহরি সালাতে) অথবা সালাতের বাইরে একটু উঁচু আওয়াজে সুর করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে (সুন্নত) যদি কোনো পরপুরুষ তার কণ্ঠস্বর শোনার সম্ভাবনা না থাকে। কেননা নন মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীর আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে সুকণ্ঠের তিলাওয়াত ফিতনা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় সুললিত ও নরম কণ্ঠস্বরের ব্যবহার এবং আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে তিলাওয়াত পরিহার করবে। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর এই বাণীটি প্রযোজ্য :

﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। অন্যথায় কুবাসনা করবে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।" *(সূরা আল-আহ্যা-ব : ৩২)*

সুতরাং মহিলারা তাদের স্বামীর সামনে এবং সন্তান, বাবা, দাদা, ভাই, ভাতিজা চাচা, মামা ইত্যাদি মাহরাম পুরুষদের সামনে কিংবা মহিলা অঙ্গনে কিছুটা উঁচু আওয়াজে সুকণ্ঠে তিলাওয়াত করতে পারে। কেননা একাধিক হাদীসে সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াতের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তার তিলাওয়াত যেন তার পাশের কোনো ঘুমন্ত বা 'ইবাদতে রত ব্যক্তির বিরক্তির কারণ না হয় তাও লক্ষ্য রাখা জরুরি। এতে যদি পার্শ্বস্থ কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমে অথবা 'ইবাদতে রত ব্যক্তির 'ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাহলে নিচু আওয়াজে তিলাওয়াত করবে। এটি নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হাদীসে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ-তাসবিহ ইত্যাদি 'ইবাদতে যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে জন্য উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন-

عن أبي سعيدٍ قالَ اعتَكَفَ رسولُ اللهِ (ﷺ) في المسجدِ فسمِعَهم يجْهَرُونَ بالقراءةِ فَكشفَ السِّترَ وقالَ ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّهُ فلا يؤذِيَنَّ بعضُكم بعضًا ولا يرفعْ بعضُكم على بعضٍ في القراءةِ أو قالَ في الصَّلاةِ.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে (মসজিদে নববী) ইতিকাফ করছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, লোকেরা উঁচু স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করছে। তখন তিনি পর্দার কাপড় সরিয়ে তাদের লক্ষ্য করে বললেন,

"মনে রাখবে, তোমাদের সবাই তার পালনকর্তার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় নিমগ্ন রয়েছ। অতএব তোমাদের

একজন অপরজনকে কষ্ট দিবে না এবং তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে (অথবা তিনি বলেছেন : সালাতের ক্ষেত্রে) একজন অপরজনের উপর আওয়াজ উঁচু করবে না।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৩৩২; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ১১৬৫, শাইখ আলাবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

জিজ্ঞাসা (২০) : ***আমার এক আত্মীয়ের কিছু জমি আছে। উনি কয়েক মাস ধরে অসুস্থতার কারনে কাজ করতে পারেন না। উনার ছোট তিন মেয়ে। পরিবারে রোজগার করার মতো আর কেউ নেই। এখন কি উনি যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন?*** *আকলিমা আক্তার পলাশ, নরসিংদী।*

জবাব : যে ব্যক্তি আর্থিক অনটনের কারণে তার নিজের অথবা তার স্ত্রী পরিবার ও সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খায় বা দারিদ্রতার কারণে যার জীবন পরিচালনা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় সে ব্যক্তি যাকাত খাওয়ার হক্বদার। কুরআনের সূরা আত্-তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাতের যে আটটি খাতের কথা আলোচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে নিঃস্ব, অসহায় ও দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিবর্গগণ প্রথম স্তরে রয়েছে। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহু আলাম।

জিজ্ঞাসা (২১) : ***কোনো মুসলিম ব্যক্তি রমাযান মাসে মারা গেলে তার কবরের 'আযাব মাফ হয়ে যাবে বা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এমন কথা কি সঠিক?*** *জালাল উদ্দীন কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

জবাব : রমাযান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বরকতময় এবং মর্যাদাপূর্ণ মাস। এ মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতের দরজাগুলো খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অসংখ্য মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এসব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এমনকি কেউ যদি সিয়াম রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, হাদীসে তার জন্য বিশাল মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- হাদীসে এসেছে–

প্রখ্যাত সাহাবি হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং এরই ওপর তার জীবনের সমাপ্তি ঘটল (অর্থাৎ- মৃত্যু হলো) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন সিয়াম রাখল এবং এরই ওপর তার জীবনের সমাপ্তি ঘটল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সাদাক্বাহ্ করল এবং এরই ওপর তার জীবনের সমাপ্তি ঘটল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ- হা. ২৩৩২৪; মাজমাউজ যাওয়ায়েদ- ১০/৩৪৭। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

নিঃসন্দেহে সিয়াম থাকা অবস্থায় মৃত্যু হওয়া 'হুসনুল খাতিমা' বা উত্তম পরিণতির একটি শুভ লক্ষণ।

তবে কোনো ব্যক্তি যদি 'আমলশূন্য অবস্থায় কেবল রমাযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন, তবে সেক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ফযীলাত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মোটকথা, রমাযান মাস বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ হলেও এ মাসে মারা গেলেই কেউ বিশেষ সওয়াব বা জান্নাত পেয়ে যাবে –এমন সুনির্দিষ্ট কোনো দাবি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ- এ কারণে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না অথবা তার কবরের আজাব মাফ হয়ে যাবে... এসব কথাবার্তা সঠিক নয়।

তবে কেউ যদি সিয়াম রাখা অবস্থায় বা 'ইবাদতরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তবে তা অবশ্যই তার জন্য কল্যাণকর সমাপ্তির আলামত। যেহেতু রমাযান রহমত ও জা-হান্নাম থেকে মুক্তির মাস তাই এই পবিত্র মাসে কোনো মু'মিন ব্যক্তি 'ইবাদত করা অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহর রহমতের ওপর প্রবল আশা রাখা যায় যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহু আলাম (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)।

জিজ্ঞাসা (২২) : ***আমি কিছু টাকা আমার এক বন্ধুকে ঋণ হিসেবে দিয়েছি। এখন প্রশ্ন হলো– আমার কি ঐ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।*** *জাহাঙ্গির আলম কুষ্টিয়া।*

জবাব : সম্পদ যদি ঋণ হিসেবে অন্যের কাছে থাকে, তবে ফিরিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত আবশ্যক নয়। কেননা সেটা তার হাতে নেই। কিন্তু ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তি যদি সম্পদশালী লোক হয়, তবে প্রতি বছর তাকে (ঋণদাতাকে) যাকাত বের করতে হবে। নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে তার যাকাত আদায় করে দিলে আপনি সেই জিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। অন্যথা সেটা ফেরত পাওয়ার পর হিসেব করে বিগত প্রত্যেক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা সেটা সম্পদশালী লোকের হাতে ছিল। আর তা তলব করাও সম্ভব ছিল। সুতরাং ঋণদাতার ইচ্ছাতেই চাইতে দেরি করা হয়েছে।

কিন্তু ঋণ যদি অভাবী লোকের হাতে থাকে। অথবা এমন ধনী লোকের হাতে যার নিকট থেকে উদ্ধার করা কষ্টকর, তবে তার উপর প্রতি বছর যাকাত আবশ্যক হবে না। কেননা সেটা হাতে পাওয়া তার জন্য অসম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾

"যদি অভাবী হয় তবে তাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিবে।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৮০)*

অতএব তার জন্য সম্ভব নয় এ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। কিন্তু পুনরুদ্ধার করতে পারলে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেন, তখন থেকে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে। আবার কেউ বলেন, বিগত এক বছরের যাকাত বের করবে এবং পরবর্তী বছর আসলে আবার যাকাত আদায় করবে। এটাই অত্যধিক সতর্ক অভিমত। মহান আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।

জিজ্ঞাসা (২৩) : ***আমি সব সময় চাউল দিয়ে ফিতরা দিয়ে থাকি। ইদানিং জানতে পারলাম কতিপয় বিদ্বান মনে করেন, যে সমস্থ বস্তু দ্বারা ফিতরা দেয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা যেহেতু বর্তমানে পাওয়া যায়, তাই চাউল দ্বারা ফিতরা দেয়া বিধিসম্মত নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই?***

সানাউল্লাহ
কালাই, জয়পুরহাট।

জবাব : একদল আলেম বলেন, হাদীসে উল্লেখিত পাঁচ প্রকার বস্তু– গম, খেজুর, যব, কিসমিস এবং পনীর- এগুলো যদি থাকে তবে অন্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করা জায়িয হবে না।

অন্য একটি মত হচ্ছে উল্লেখিত বস্তু এবং অন্য যে কোনো বস্তু এমনকি টাকা-পয়সা দ্বারাও ফিতরা আদায় করা বৈধ। পরস্পর বিরোধী দু'টি মত। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে– মানুষের সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা বৈধ। কেননা সহীহুল বুখারীতে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) زكاة الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে এক সা' পরিমাণ খাদ্য ফিতরা হিসেবে বের করতাম। খেজুর, যব, কিসমিস ও পনীর।" এ হাদীসে গমের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া যাকাতুল ফিতরে গম দেয়া যাবে এরকম সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোনো হাদীস আমাদের জানা নেই। কিন্তু তারপরও নিঃসন্দেহে গম দ্বারা ফিতরা আদায় বৈধ। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাকাতুল ফিতর ফর্‌য করেছেন সিয়াম পালনকারীকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকিনদের জন্য খাদ্যস্বরূপ।" *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৮২৭, হাসান)*

অতএব মানুষের প্রচলিত খাদ্য থেকে ফিতরা বের করাই যথেষ্ট। যদিও সেটা ফিকাহ্‌বিদদের উক্তিতে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হয়। কেননা এই প্রকারসমূহ যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– চারটি ছিল। যা নবী (ﷺ)-এর যুগে মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। অতএব চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করা জায়িয; বরং আমি মনে করি বর্তমান যুগে ফিতরা হিসেবে চাউলই উত্তম। কেননা সেটা সহজলভ্য ও মানুষের অধিক পছন্দনীয় বস্তু। তাছাড়া বিষয়টি স্থানভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। হতে পারে গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো গোষ্ঠীর নিকট খেজুর অধিক প্রিয় খাদ্য। তারা খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করবে। কোনো এলাকায় কিসমিস, কোনো এলাকায় পনীর প্রিয় খাদ্য হতে পারে তারা তা দিয়েই ফিতরা আদায় করবে। প্রত্যেক এলাকা ও সম্প্রদায়ের জন্য সেটাই উত্তম যেটাতে রয়েছে তাদের জন্য অধিক উপকার।

জিজ্ঞাসা (২৪) : ***একজন প্রখ্যাত আলেমের নিকট থেকে শুনতে পেলাম "যারাই যাকাত গ্রহণের জন্য হাত বাড়ায় তারাই তার হক্বদার" বিষয়টি কি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

মাহবুবুর রহমান
নিমসার, বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : যাকাতের জন্য যে কেউ হাত বাড়ালেই তাকে যাকাত দেয়া উচিত নয়। কেননা সম্পদশালী হওয়া স্বত্বেও অনেক মানুষ পয়সার লোভে হাত বাড়ায়। এসমস্ত লোক কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় আসবে যে তার মুখমণ্ডলে এক টুকরা গোশ্‌তও থাকবে না (নাউযুবিল্লাহ) সমস্থ মানুষের সাক্ষাতে কিয়ামত দিবসে তার মুখ মণ্ডলের শুধুমাত্র হাড়-হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। নবী (ﷺ) বলেন :

«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ».

"যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে হাত পাতে সে যেন জাহান্নামের আগুন চাইল। অতএব বেশি চাইলে চাক বা কম চাইলে চাক।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১০৫/১০৪১)*

এ সুযোগে আমি সতর্ক করছি সেই লোকদেরকে যারা ভিক্ষা বৃত্তি চর্চা করে। সতর্ক করছি সেই লোকদেরকে যারা যাকাতের হক্বদার না হওয়া স্বত্বেও যাকাত গ্রহণ করে। সাবধান! যাকাতের হক্বদার না হয়েও আপনি যদি যাকাত গ্রহণ করেন, তবে আপনি হারাম খেলেন। (নাঊযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহকে ভয় করুন। অথচ নবী (ﷺ) বলেন,

وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ.

"যে ব্যক্তি অভাব মুক্ত থাকতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে অভাব মুক্ত করেন। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র করে দেন।" *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০২৪, সহীহ)*

তবে কোনো লোক যদি আপনার কাছে হাত পাতে, আর তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে আপনি মনে করেন সে যাকাতের হক্বদার, তবে তাকে যাকাত দিলে আদায় হয়ে যাবে এবং আপনি দায় মুক্ত হবেন। পরবর্তীতে যদি জানা যায় যে, সে যাকাতের হক্বদার ছিল না তবে পুনরায় যাকাত দিতে হবে না। দলিল :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ الليلة بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِيْ يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ : اللّٰهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, একদা (বানী ইসরা-ঈলের) জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি অবশ্যই রাতে কিছু দান করব। এ উদ্দেশ্যে সে স্বীয় দান নিয়ে বের হলো এবং (গোপনীয়তার কারণে নিজের অজান্তে) এক চোরের হাতে তা রেখে দিলো। সকালে মানুষে বলাবলি করতে লাগল, কি আশ্চর্য! আজ রাতে এক চোরকে দান করা হয়েছে! সে বলল, হে আল্লাহ! চোরের হাতে আমার দান যাওয়ার কারণে সকল প্রশংসা তোমার জন্য। অবশ্যই (আবার) দান করব। অতঃপর সে তার দান নিয়ে বের হলো এবং এক ব্যভিচারিণীর হাতে রেখে দিল। সকালে মানুষ বলাবলি করতে লাগল, কি আশ্চর্য! গত রাতে একজন ব্যভিচারিণীকে দান করা হয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীকে দান করার কারণে সমস্ত প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। অবশ্যই (আবার) সাদাক্বাহ্ করব। সে তার দান নিয়ে বের হলো অতঃপর এক ধনী লোকের হাতে দিয়ে দিলো। সকালে মানুষ বলতে লাগল, আশ্চর্য ব্যাপার! আজ রাতে একজন ধনী মানুষকে দান করা হয়েছে। সে বলল : হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। চোর ব্যভিচারিণী এবং ধনী লোককে দান করার কারণে।

তার নিকট আসা হলো (কোনো ঐশী দূত হতে পারে) অতঃপর তাকে বলা হলো, তোমার দান চোরের হাতে যাওয়ার কারণে– হতে পারে সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। আর ব্যভিচারিণী, হতে পারে সে এ দানের কারণে ব্যভিচার থেকে বিরত হবে। আর ধনী ব্যক্তি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে হতে পারে সেও তার সম্পদ থেকে দান করবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৪২১)*

দেখুন, সৎ নিয়তের কিরূপ প্রভাব হয়। অতএব যে ব্যক্তি আপনার কাছে হাত পেতেছে আপনি তাকে ফকীর বা অভাবী মনে করে দান করেছেন কিন্তু পরে জানা গেল সে অভাবী নয় সম্পদশালী তবে আপনার যাকাত হয়ে যাবে। পুনরায় আদায় করতে হবে না।

জিজ্ঞাসা (২৫) : ***বিত্র সালাতে দু'আ কুনুত পাঠের সময় হাত উত্তোলনের পদ্ধতি এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করার শরঈ বিধান সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

নূরুল ইসলাম

চাটমোহর, পাবনা।

জবাব : বিত্র সালাতে দু'আ কুনুত পাঠের সময় হাত তুললে সাধারণতঃ মুনাজাতের পদ্ধতিতে হাত তুলবে। দু'আ কুনুত শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করার বিষয় দ্বারা কোনো সহীহ হাদীসটি প্রমাণিত হয়নি। এ মর্মে ইমাম বাইহাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দু'আ কুনুত শেষে দু'হাত চেহারায় মাসেহ করা সম্পর্কে সালাফদের হতে আমি কোনো প্রমাণ পাইনি। *(সুনান বাইহাক্বী- ২/২১২; সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৩৯৩)*

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি

বেরাইদ ভুইয়াপাড়া জামে মসজিদ

আব্দুল মোহাইমেন সাআদ

ঢাকার পূর্ব প্রান্তে বিস্তৃত বালু নদের অববাহিকার ভেতরে যে জনপদটি আজ বেরাইদ নামে পরিচিত, সেটি একসময় ছিল নদীপথে যাতায়াতকারী বণিক, ধর্মপ্রচারক ও গ্রামভিত্তিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গুলশান থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার পূর্বে, বেরাইদ ইউনিয়নের ভুইয়াপাড়া গ্রামে দাঁড়িয়ে আছে বেরাইদের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপনা– ভূঁইয়াপাড়া জামে মসজিদ। ছোট একটি গ্রাম হয়েও বেরাইদে একসঙ্গে দশটির মতো পুরোনো মসজিদ থাকায় এলাকাটি স্থানীয়ভাবে "মসজিদের গ্রাম" নামে পরিচিত। সেই ধারাবাহিকতার সূচনায় যে স্থাপনাটি আজও ইতিহাসের ভার বহন করে চলেছে, সেটিই ভূঁইয়াপাড়া জামে মসজিদ।

বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে এই মসজিদকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। তাদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এর নির্মাণরীতি নারায়ণগঞ্জের বন্দর শাহি মসজিদ এবং সোনারগাঁও অঞ্চলের কয়েকটি সুলতানি আমলের স্থাপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিল রাখে। বিশেষ করে ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত বাবা সালেহ মসজিদের সঙ্গে এর গঠন ও অলংকরণে যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাতে গবেষকদের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ভূঁইয়াপাড়া মসজিদটিও সুলতানি যুগের শেষভাগে নির্মিত। তথাপি, নির্দিষ্ট নির্মাণ সাল প্রমাণিত না হলেও, স্থাপত্যশৈলী এবং অলংকরণ বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এটি প্রাক-মোগল আমলের নিদর্শন।

ভূঁইয়াপাড়া জামে মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। আদি অংশের 'ইবাদত কক্ষের আয়তন ছিল ২৫৬ বর্গফুট, যেখানে একসময় তিন সারিতে প্রায় ৩৩ জন মুসল্লি একসঙ্গে সলাত আদায় করতে পারতেন। ভেতরের মেঝে ছিল লাল রঙের, যা পরে আধুনিক সময়ের মোজাইক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। মসজিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পশ্চিম দেয়ালের মাঝখানে উদগত মিহরাব যার দুই পাশে অষ্টকোণাকার ছোট দেওয়াল মিনারের মতো গঠন প্যারাপেট পর্যন্ত উঠে গেছে। কর্ণারে রয়েছে আরো দু'টি তুলনামূলক বড় দেওয়াল-মিনার, সবগুলোর শীর্ষে কলস আকৃতির ফিনিয়াল বসানো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের চারপাশে সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রথম বড় সংস্কার হয় ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন পূর্বদিকের আদি দেয়াল ভেঙে 'ইবাদত কক্ষ প্রসারিত করা হয়। পরে সেখানে টিনশেড বারান্দা যুক্ত করা হয়, যা আবার ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে পাকা কাঠামোতে রূপ নেয়। একই সময় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মসজিদকে বিস্তৃত করা হয়। সেসময় পুরোনো দেয়ালের নিচে প্রাচীন আমলের "কড়ি" পাওয়ার ঘটনা আজও স্থানীয়দের স্মৃতিতে রয়ে গেছে। চতুর্থ পর্যায়ে সংস্কার হয় ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, যখন পূর্বদিকের বারান্দা দোতলা করা হয়। আজ মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের আদি দেয়াল আর অবশিষ্ট নেই, কিন্তু পশ্চিম অংশ ও গম্বুজ প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এই কারণেই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এই অংশটিকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করছে।

বর্তমানে মসজিদের ইমাম হিসেবে কর্মরত আছেন আমীর হামজা বিন রমাজান আলী এবং খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন। মসজিদের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয় তদারকি করছেন সভাপতি মোবাককার হোসাইন চৌধুরী এবং সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম কাতু। আজ বেরাইদ ভূঁইয়াপাড়া জামে মসজিদ একদিকে একটি কার্যকর ধর্মীয় স্থাপনা, অন্যদিকে বেরাইদের ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীনতম সাক্ষী। মসজিদের ভেতরের আদি গম্বুজ, দেওয়াল-মিনার এবং মিহরাব আজও শত শত বছরের স্থাপত্যশৈলী ও নির্মাণকৌশলের স্মৃতি ধারণ করে, যেন সময়ের বহুমাত্রিক ইতিহাস নীরবে জানিয়ে দিচ্ছে, কতটা গভীরভাবে মসজিদের শেকড় প্রোথিত।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	১. কালেমা তাইয়্যেবা, ২. আহলে হাদীস পরিচিতি, ৩. নবুওয়াতে মুহাম্মাদী, ৪. সিয়ামে রমাযান, ৫. তারাবীহ, ৬. ঈদে কুরবান, ৭. তিন তালাক প্রসঙ্গ, ৮. ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ৯. মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
০২	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী
০৩	১. বুলূগুল মারাম, ২. কিতাবুল কাবায়ির	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুর রহমান
০৪	নূরুল ঈমান	মূল : মাওলানা আব্বাস আলী মুর্শিদাবাদী
০৫	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ
০৬	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়্যিব	শাইখ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল-আলবানী
০৭	অভিভাষণ	এ. এস. এম রফিকুল ইসলাম
০৮	বিশিষ্ট গবেষকদের কলমে, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)'র জীবনী	ড. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
০৯	ইসলামের আলোকে জীবন বিধান	মুহাম্মদ আবুল হোসেন

রমাযানুল মুবারক : আমাদের আহ্বান

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আলহামদু লিল্লাহ। অবারিত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাক্বওয়া অর্জন ও কুরআন নাযিলের মাস রমাযানুল মুবারক। 'আমলে সলেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় 'আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। 'ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাক্বার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাক্বওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

সম্মনিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত **কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার** বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আলহামদু লিল্লাহ। **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদ্‌রাসা'**র শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেইসাথে মডেল মাদ্‌রাসার বালিকা শাখা ইতঃমধ্যে চালু করা হয়েছে। **ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ**-এর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে আলহাম দুলিল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদ্‌রাসা এবং একটি মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ি-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় 'জমঈয়ত টাওয়ার' নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র **'সাপ্তাহিক আরাফাত'** ও **'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস'** সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত **'বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড ঢাকা'**-এর কার্যক্রম ও গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রমাযানকে ঘিরে দেশব্যাপী **দাওয়াহ-তাবলীগী** এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনারা দীর্ঘদিন যাবত আন্তরিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ যাযাকুমুল্লাহ খায়রান। আশা করি এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত– বিশেষভাবে জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড কর্মসূচিতে আপনিও অংশগ্রহণ সদাকায়ে জারিআহ অব্যহত রাখবেন ইন শা-আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ 'আমলসমূহ কবূল করুন আমীন।

মা'আসসালামাহ– আপনাদের সার্বিক কল্যাণ কামনায়

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক	**অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম**
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস	সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণের ঠিকানা		
"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	**বিকাশ পার্সোনাল :** (হিসাবরক্ষক) **০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫**	**আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫, ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১**
জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড ২০৫০১৭৯০২০১৬৯০৭০৯ ইসলামী ব্যাংক, বংশাল শাখা।	**বিকাশ মার্চেন্ট** (কল্যাণ ফান্ড) **০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০২**	**নগদ মার্চেন্ট** (কল্যাণ ফান্ড) **০১৯৩৩ ৩৫ ৫৯০২**

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি ঢাকা-১২০৪। ✆ +৮৮০২২২৪৪৫৮৫৫১, ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১

মেধার লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা)

৬৭তম বর্ষের ১৯-২০ সংখ্যা থেকে ২৫-২৬ সংখ্যা পর্যন্ত **সাপ্তাহিক আরাফাত পড়ুন** এবং **কুইজে অংশগ্রহণ** করে জিতে নিন **আকর্ষণীয় পুরস্কার**।

১. এক কথায় প্রকাশ :

ক) সূরাতুল বাক্বারার ৪৩ নং আয়াতে ইসলামের কয়টি রুকনের বর্ণনা এসেছে?

খ) কোন শ্রেণির মানুষের প্রতিদান মহান রবের কাছে সংরক্ষিত?

গ) যাকাত গ্রহণের হক্বদার মোট কত শ্রেণির মানুষ?

ঘ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত না দিলে কীরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ঙ) যদি পশুপাখি না থাকত, যাকাত না দেওয়ার দরুণ কীরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতো?

২. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

I. যাকাতের মূল উদ্দেশ্য কী?

ক) সম্পদ জমা করা খ) সমাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা

গ) নিজকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা

ঘ) দরিদ্রদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

II. যারা মহান আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ?

ক) সকালের বায়ুর ন্যায় খ) শস্যবীজের ন্যায়

গ) প্রবল বৃষ্টিপাতের ন্যায় ঘ) বৃহৎ পর্বতের ন্যায়।

III. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ অবস্থান করবে?

ক) বৃক্ষের ছায়া নিচে খ) মেঘের ছায়ার নিচে

গ) নবী-রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) আশ্রয়ে

ঘ) প্রদানকৃত সদাকার ছায়ার নিচে।

IV. যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকলে কিয়ামতের সেই সম্পদ পরিণত হবে?

ক) আগুনের পাহাড়ে খ) বিষধর সাপে

গ) উত্তপ্ত বালুতে ঘ) ধোয়ার কুণ্ডলিতে।

V. কোনো জাতি যাকাত প্রদান করা বন্ধ করে দিলে?

ক) আসমান হতে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেওয়া হয়

খ) আসমান হতে পাথর বর্ষণ করা হয়

গ) মহামারি ছড়িয়ে পড়ে ঘ) বন্যা-জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পায়।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করো (৫টি) :

১. যারা মহান আল্লাহকে ---------- ঋণ প্রদান করে, তা তাদের জন্য বহুগুণ ---------- করা হবে।

২. সাদাক্বাহ্ গুনাহকে মিটিয়ে দেয় যেমন ---------- আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

৩. ---------- করলে সম্পদ কখনো কমে না।

৪. ইসলাম ----------টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫. নিশ্চয়ই সাদাক্বাহ্ মহান রবের ---------- মিটিয়ে দেয় এবং ---------- মৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

৬. প্রতিদিন সকালে একজন ফেরেশ্‌তা বলেন, হে আল্লাহ! ---------- কে ধ্বংস করে দিন।

৪. নির্বাচিত প্রশ্ন :

(ক) যারা মহান আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ কীরূপ?

(খ) যাকাত আদায় না করলে কীরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে?

(গ) হাদীসের আলোকে জান্নাতে প্রবেশের 'আমলসমূহ কী কী?

রেজিস্ট্রেশন ফরম

অংশগ্রহণকারীর নাম : ..... **বয়স :** .....

পিতার নাম : ..... **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** .....

পূর্ণ ঠিকানা : গ্রাম/এলাকা– ..... **ডাকঘর–** .....

থানা– ..... **জেলা–** ..... **মোবাইল নং-** .....

ই-মেইল (যদি থাকে)– .....

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **সাপ্তাহিক আরাফাত**-এর কুইজ প্রতিযোগিতার সকল শর্তাবলী আমি মনোযোগসহকারে পড়েছি এবং তা মেনে চলতে সম্মত।

অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর : ..... **তারিখ :** .....

মেধার লড়াই! **কুইজ প্রতিযোগিতা!!**

আসন্ন রমাযানুল মুবারক উপলক্ষ্যে বুদ্ধির লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা)

বর্ষ : ৬৭, সংখ্যা : (১৯-২০) থেকে (২৫-২৬) মোট ০৪টি সংখ্যা

কুইজ প্রতিযোগিতার শর্তাবলী

১. এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদান করতে হবে না। তবে নির্ধারিত ০৪টি সংখ্যা ১৫ ফেব্রুয়ারি-২৬-এর মধ্যে অর্ডার করতে হবে। **অর্ডারের জন্য যোগাযোগ– ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, ০১৮৬৪১৩১৫১৮**।

২. অনলাইন রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, সাপ্তাহিক আরাফাত ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ফেসবুক পেজে প্রকাশিত গুগল ফরম পূরণ করতে হবে।

৩. পবিত্র রমাযানুল মুবারক উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নগুলো সাপ্তাহিক আরাফাত ৬৭ বর্ষের (১৯-২০) সংখ্যা থেকে (২৫-২৬) সংখ্যা পর্যন্ত মোট ০৪টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

৪. প্রতিটি সংখ্যার শুরুতে মণির খনি বিভাগে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস প্রদান করা হবে। মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করলে কুইজ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

৫. প্রতিযোগীকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য পৃথকভাবে উত্তরপত্র প্রস্তুত করতে হবে এবং একই ব্যক্তির একাধিক উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট বা ভুল তথ্যসংবলিত ফরম বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬. পত্রিকায় প্রকাশিত রেজিস্ট্রেশন ফরমের নির্ধারিত অংশটি যথাযথভাবে ছিঁড়ে প্রতিটি উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। পৃথক সাদা কাগজে স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য হস্তাক্ষরে উত্তর লিখে পাঠাতে হবে।

৭. চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত সকল কুইজের উত্তর একসাথে কর্তৃপক্ষের নিকট ১৫ এপ্রিল-২০২৬-এর মধ্যে ডাকযোগে অথবা সরাসরি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাপ্তাহিক আরাফাতের বিপণন বিভাগে পৌঁছাতে হবে। প্রত্যেক সংখ্যার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফরম ঐ সংখ্যার উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

৮. প্রতিযোগিতার চারটি সংখ্যার মধ্যে কোনো একটি সংখ্যায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীকে চূড়ান্ত প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

৯. কুইজ মূল্যায়ন, বিজয়ী নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বলে গণ্য হবে।

১০. বিজয়ীদের নাম ও পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে সাপ্তাহিক আরাফাত-এ প্রকাশ করা হবে। এ বিষয়ে কোনো প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১. কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে প্রতিযোগিতার যেকোনো শর্ত সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

আকর্ষণীয় পুরস্কারসমূহ

প্রথম পুরস্কার	:	১ জন– ১৫,০০০/- টাকা।
দ্বিতীয় পুরস্কার	:	২ জন– প্রত্যেককে ৭,০০০/- টাকা।
তৃতীয় পুরস্কার	:	৩ জন– প্রত্যেককে ৫,০০০/- টাকা
সান্ত্বনা পুরস্কার	:	১০০ জন বিশেষ উপহার।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত মার্চ মাসের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ০৫	০৬ : ২০	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০২	০৭ : ১৭
০২	০৫: ০৪	০৬ : ১৯	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
০৩	০৫: ০৩	০৬ : ১৮	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০৩	০৭ : ১৮
০৪	০৫: ০২	০৬ : ১৭	১২ : ১০	০৩ : ৩২	০৬ : ০৩	০৭ : ১৯
০৫	০৫: ০১	০৬ : ১৬	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৪	০৭ : ১৯
০৬	০৫: ০১	০৬ : ১৫	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৪	০৭ : ১৯
০৭	০৫: ০০	০৬ : ১৪	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৫	০৭ : ২০
০৮	০৪ : ৫৯	০৬ : ১৩	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৫	০৭ : ২০
০৯	০৪ : ৫৮	০৬ : ১২	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৫	০৭ : ২১
১০	০৪ : ৫৭	০৬ : ১১	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২১
১১	০৪ : ৫৫	০৬ : ১০	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২২
১২	০৪ : ৫৩	০৬ : ১০	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২২
১৩	০৪ : ৫২	০৬ : ০৯	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২২
১৪	০৪ : ৫১	০৬ : ০৮	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৩
১৫	০৪ : ৫০	০৬ : ০৭	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৩
১৬	০৪ : ৪৯	০৬ : ০৬	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ০৮	০৭ : ২৪
১৭	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৫	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ০৯	০৭ : ২৪
১৮	০৪ : ৪৭	০৬ : ০৪	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ০৯	০৭ : ২৫
১৯	০৪ : ৪৬	০৬ : ০৩	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১০	০৭ : ২৫
২০	০৪ : ৪৫	০৬ : ০২	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১০	০৭ : ২৬
২১	০৪ : ৪৪	০৬ : ০১	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৬
২২	০৪ : ৪৩	০৬ : ০০	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৬
২৩	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৭
২৪	০৪ : ৪১	০৫ : ৫৮	১২ : ০৫	০৩ : ৩২	০৬ : ১২	০৭ : ২৭
২৫	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৭	১২ : ০৫	০৩ : ৩১	০৬ : ১২	০৭ : ২৮
২৬	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫৬	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১২	০৭ : ২৮
২৭	০৪ : ৩৮	০৫ : ৫৫	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১৩	০৭ : ২৯
২৮	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫৪	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১৩	০৭ : ২৯
২৯	০৪ : ৩৬	০৫ : ৫৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩১	০৬ : ১৪	০৭ : ৩০
৩০	০৪ : ৩৪	০৫ : ৫২	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ১৪	০৭ : ৩০
৩১	০৪ : ৩৩	০৫ : ৫১	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ১৪	০৭ : ৩১

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ০৬ সে.	(−) ০০ মি. ১৮ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০০ মি. ৫৪ সে.	(−) ০২ মি. ০৬ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৫৪ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৭মি. ৫৪ সে.	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৭ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ১২ সে.
২১	বান্দরবন	(−) ০৮ মি. ০৬ সে.	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৭ মি. ১৮ সে.	(−) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০৩ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ১৮ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৪ মি. ৩০ সে.	(−) ০৩ মি. ৩৬ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০২ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	(−) ০০ মি. ৫৪ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	(−) ০৬ মি. ৪২ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৪৮ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৪ মি. ২৪ সে.
৩৩	খুলনা	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৫৪ সে.
৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৩৫	বাগেরহাট	(+) ০৩ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.
৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ১৮ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
৩৮	মাগুরা	(+) ০৪ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.
৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.
৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ১৮ সে.
৪৫	পিরোজপুর	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
৪৬	পটোয়াখালী	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
৪৭	বরগুনা	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ১২ সে.
৪৮	ভোলা	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ৩৬ সে.
৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.
৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ১২ সে.
৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.
৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.
৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৭ মি. ৩৬ সে.
৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
৬০	রংপুর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.
৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৬২	লালমনিরহাট	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৬৩	নীলফামারী	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.

রমাযান ১৪৪৭ হিজরি/২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী (ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রামাযান	ফেব্রুয়ারি/মার্চ			
০১	১৯ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	০৫.১৩	০৫.৫৬
০২	২০ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	০৫.১২	০৫.৫৭
০৩	২১ ফেব্রুয়ারি	শনিবার	০৫.১২	০৫.৫৮
০৪	২২ ফেব্রুয়ারি	রবিবার	০৫.১১	০৫.৫৮
০৫	২৩ ফেব্রুয়ারি	সোমবার	০৫.১০	০৫.৫৮
০৬	২৪ ফেব্রুয়ারি	মঙ্গলবার	০৫.০৯	০৫.৫৯
০৭	২৫ ফেব্রুয়ারি	বুধবার	০৫.০৯	০৫.৫৯
০৮	২৬ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	০৫.০৮	০৬.০০
০৯	২৭ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	০৫.০৭	০৬.০০
১০	২৮ ফেব্রুয়ারি	শনিবার	০৫.০৬	০৬.০১
১১	০১ মার্চ	রবিবার	০৫.০৫	০৬.০২
১২	০২ মার্চ	সোমবার	০৫.০৫	০৬.০২
১৩	০৩ মার্চ	মঙ্গলবার	০৫.০৪	০৬.০৩
১৪	০৪ মার্চ	বুধবার	০৫.০৪	০৬.০৩
১৫	০৫ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৫.০৩	০৬.০৩
১৬	০৬ মার্চ	শুক্রবার	০৫.০১	০৬.০৪
১৭	০৭ মার্চ	শনিবার	০৫.০০	০৬.০৪
১৮	০৮ মার্চ	রবিবার	০৪.৫৯	০৬.০৫
১৯	০৯ মার্চ	সোমবার	০৪.৫৮	০৬.০৫
২০	১০ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪.৫৭	০৬.০৬
২১	১১ মার্চ	বুধবার	০৪.৫৬	০৬.০৬
২২	১২ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪.৫৫	০৬.০৭
২৩	১৩ মার্চ	শুক্রবার	০৪.৫৪	০৬.০৭
২৪	১৪ মার্চ	শনিবার	০৪.৫৩	০৬.০৮
২৫	১৫ মার্চ	রবিবার	০৪.৫২	০৬.০৮
২৬	১৬ মার্চ	সোমবার	০৪.৫১	০৬.০৮
২৭	১৭ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪.৫০	০৬.০৯
২৮	১৮ মার্চ	বুধবার	০৪.৪৯	০৬.০৯
২৯	১৯ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪.৪৮	০৬.০৯
৩০	২০ মার্চ	শুক্রবার	০৪.৪৭	০৬.১০

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাইন্ডার ও সালাত টাইম-এর সমন্বিত সময় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০১ মি. ০০ সে.	(−) ০১ মি. ০০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৪ মি. ২৪ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ০০ সে.	(−) ০১ মি. ০০ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৩ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ২৪ সে.	(+) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ০০ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(−) ০১ মি. ৪৮ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ০০ সে.	(−) ০২ মি. ৪২ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৮ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০সে.
১০	জামালপুর	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	৪৩	বরিশাল	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০০ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ১২ সে.	(+) ০১ মি. ১৮ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	০০ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৪২ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০০ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ২৪ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ১৮ সে.	৪৬	পটুয়াখালী	(−) ০১ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.	৪৭	বরগুনা	(−) ০০ মি. ১২ সে.	(+) ০২ মি. ২৪ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	৪৮	ভোলা	(−) ০২ মি. ০৬ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০২ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৬মি ৩০ সে.	(−) ০৪ মি. ৩৬ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০৯ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৭ মি. ০০ সে.	(−) ০৫ মি. ১২ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ০৭ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৭ মি. ৪২ সে.	(−) ০৫ মি. ১২ সে.	৫২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০৬ সে.	(+) ০৮ মি. ০০ সে.
২১	বান্দরবান	(−) ০৮ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৫ মি. ০৬ সে.	(+) ০৩ মি. ০০ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৮ মি. ৩০ সে.	(−) ০৪ মি. ৫৪ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০৪ মি. ১২ সে.	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০৩ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	(−) ০৩ মি. ৩৬ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
২৫	লক্ষীপুর	(−) ০৩ মি. ১২ সে.	(−) ০১ মি. ৪৮ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৭ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৯ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৯ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৭ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ০৬ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ১০ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০২ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	(−) ০৩ মি. ৪২ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৫ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	(−) ০৫ মি. ৪২ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৫ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ৩৩ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৭ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ১৮ সে.	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০০ সে.

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ফেব্রুয়ারি-২০২৬ মাসের সময় অনুযায়ী।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. 25.00

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তা বহু গুণে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

সূরা আল হাদীদ- ১১

নিশ্চয়ই সাদাকাহ আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করে এবং মন্দ মৃত্যু দূর করে।

সুনান তিরমিযী- ৬৬৪

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

▪ আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ ▪

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (IIUSTB) পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত